লেট ম্যারেজ
LATE MARRIAGE
In The Light Of
Science
শায়খ ড. আলী তানতাভী রহ.

লেট ম্যারেজ
LATE MARRIAGE

শায়খ ড. আলী তানতাবী রহ.

লেট ম্যারেজ

LATE MARRIAGE

[বিশ সহস্রাধিক বৈবাহিক জটিলতা নিরসনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে]

অনুবাদ, সংকলন সংযোজন ও সম্পাদনা

মাওলানা এস এম আমিনুল ইসলাম

তরুণ লেখক, অনুবাদক, গবেষক ও চিন্তাবিদ

[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]

৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

দূরালাপনী : ০১৭১৭৫৫৪৭২৭, ০১৭১১৭১১৪০৯

e-mail: boighorbd@gmail.com, boighor2008@gmail.com

web: www. boighorbd.com,

লেট ম্যারেজ
শায়খ ড. আলী তানতাবী রহ.

অনুবাদক
এস এম আমিনুল ইসলাম

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এম এম মাশফি

প্রথম প্রকাশ
একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৮

প্রচ্ছদ
শাকীর এহসানুল্লাহ

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : জে এম প্রিন্টার্স
২২ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0063-4

LATE MARRIAGE : Written by D. Ali Tantavi, Translate by S M Aminul Islam
Published by : M M Mashfi; BhoiGhor : Islami Tower, 11/1 Banglabazar
Dhaka-1100; **First Edition :** February 2018 © by the pablisher

Price : 100 Taka only

ই | ন | তি | সা | ব

আব্বা-আম্মার

করকমলে

আমাকে যুগল ফ্রেমে
আবদ্ধ করতে যাঁদের
অক্লান্ত পরিশ্রম অব্যাহত
রয়েছে অহর্নিশ ॥

অনুবাদক

কিছুকথা

রচনাজগতে শায়খ আলী তানতাভী এক সুপরিচিত নাম। তিনি একাধারে লেখক, বিচারক, বুদ্ধিজীবী, চিন্তক ও প্রাজ্ঞ বোদ্ধা। বিশেষত তিনি বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যাকাশের এক ধ্রুবতারা। সময়ের বাস্তব চিত্রগুলো নিপুণ আলপনায় তুলে ধরেছেন কলমের সাহায্যে। বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে তাঁর দেয়া পাঠকের নানা প্রশ্নের জবাব সুবিখ্যাত 'আল আইয়াম'সহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ হয়। মিসরসহ বিশ্বব্যাপি সেগুলো ব্যাপক সাড়া জাগায়। আমরা মনে করি, ঘুণেধরা সমাজের পচনরোধে এসব জ্যোতির্ময় রচনা পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালনে অপরিসীম সহায়ক হবে।

এই অনুভূতি থেকেই ইন্টারনেট, আর্কাইভ, উইকিপিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন মাধ্যমের জ্ঞানসমুদ্রে দুঃসাহসিক সাঁতার কাটতে চেষ্টা করি। তাঁর রচনাসাগর হতে সূচাগ্রে পানির ক্ষুদ্র ফোঁটার মতোই যুবক-যুবতিদের উদ্দেশ্যে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও প্রশ্নোত্তর সংকলন করি। বিশেষত 'লেট ম্যারেজ' সংক্রান্ত পুঁতিগুলোকে একত্র করে মুক্তার মালা গাঁথার প্রয়াস পাই। ইতোমধ্যে 'লাভ ম্যারেজ' শিরোনামে এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ মলাটবদ্ধ হয়েছে। সেখান থেকে লেট ম্যারেজ বিষয়ক লেখাগুলোকে নির্বাচন করার ভিন্ন আবেদন অনুভব করি। পাশাপাশি প্রাসঙ্গিকতার কারণে অন্য কয়েকটি প্রবন্ধ এবং চিঠিও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। আশা করি ভিন্ন স্বাদের এই লেখাগুলো সত্যসন্ধিৎসু পাঠক মহল বিশেষত যুবক-যুবতিদের প্রাণের খোরাক যোগাবে।

সূ. চি. প. ত্র.

হে যুবসম্প্রদায়!
তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে
সে যেন বিয়ে করে।

-আল হাদীস

বিবাহ কী

আরবি 'নিকাহ' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিবাহ-শাদি, বিয়ে। ইসলামি পরিভাষায় ইচ্ছাকৃতভাবে একজন নারীর সারা শরীর দ্বারা আস্বাদিত হওয়ার আকদকে বিবাহ-শাদি বলা হয়।

বিয়ে একজন সুস্থ মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন। মানুষের স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা, মানসিক ভারসাম্য ও চারিত্রিক পবিত্রতার অন্যতম উপায় বিবাহ-শাদি। এ কারণেই অনিন্দ্য সুখের বাসর জান্নাতে বসেও যখন আদম (আ.) অতৃপ্তিতে ভুগছিলেন তখনই আল্লাহ তায়ালা মা হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করলেন তাঁর সঙ্গিনীরূপে। নর-নারীর যুগল বাঁধনে শুরু হলো মানবজীবন। রক্ত-মাংসে সৃষ্ট এই মানুষের মধ্যে যে প্রভূত যৌনক্ষুধা জমে ওঠে বয়সের পরতে পরতে তা একান্তই বাস্তব। সুতরাং ক্ষুধা যিনি দিয়েছেন সে ক্ষুধা নিবারণের পথও দেখাবেন তিনিই। আর তা হলো বিবাহ।

বিবাহ করা সকল নবী-রাসুলের সুন্নাত। বিবাহ করা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। বিবাহের মাধ্যমে একজন মুমিন বান্দা আল্লাহর সমীপে পবিত্র হয়ে ওঠার পথ পায়। এক কথায় বিবাহের পবিত্র ছোঁয়ায় পরিচ্ছন্ন জীবন লাভ করে বিবাহিত মর্দে মুমিন। নবিজির আদর্শের রোশনিতে আলোকিত হয়ে ওঠে তার কর্মময় জীবন। ইসলামি শরিয়ত বিবাহকে পুরো দীনের অর্ধেক বলে আখ্যায়িত করেছে। কারণ শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ ও পবিত্রতা নির্ভর করে এর ওপর।

বিবাহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

অধিকাংশ গবেষকের মতে, বিবাহ হলো নারী-পুরুষ একে অপর থেকে উপকৃত হওয়া এবং আদর্শ পরিবার ও নিরাপদ সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এ সংজ্ঞা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল ভোগ নয়; বরং এর সঙ্গে আদর্শ পরিবার ও আলোকিত সমাজ গড়ার অভিপ্রায়ও জড়িত।

বিবাহ একটি বৈধ ও প্রশংসনীয় কাজ। প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে করা নবি-রাসুলগণের আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রাসুলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। *[সূরা রা'দ : ৩৮]*

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিবাহ করেছেন এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন—

أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

'আমি নারীকে বিবাহ করেছি। (তাই বিবাহ আমার সুন্নত) অতএব যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। *[মুসনাদে আহমদ : ১২৬৩৪]*

এ জন্যেই আলিমগণ বলেছেন, সাগ্রহে বিবাহ করা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কারণ, এর মধ্য দিয়ে অনেক মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে এবং অবর্ণনীয় কল্যাণ প্রকাশ পায়।

কারও কারও ক্ষেত্রে বিবাহ করা ওয়াজিব। যেমন : যদি কেউ বিবাহ না করলে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করে। তখন নিজেকে পবিত্র রাখতে এবং হারাম কাজ থেকে বাঁচতে তার জন্যে বিয়ে করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء.

হে যুব সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যে এর সামর্থ্য রাখে না, তার কর্তব্য রোজা রাখা। কেননা তা যৌন উত্তেজনার প্রশমণ ঘটায়। *[বায়হাকি; সুনানু কুবরা : ১৪২১১, ইবনু মাজাহ : ১৯১৮]*

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের মধ্যে যে যৌন ক্ষমতা রয়েছে এর সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন নয়; বরং মানব বংশের বৃদ্ধিই এর লক্ষ্য। আর সে জন্যেই সৃষ্টি হয়েছে নারীর। ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে নারীকে গর্ভধারণের, সন্তান প্রসবের। আর মানুষ যেহেতু পশু নয়, তাই উচ্ছৃঙ্খলভাবে যত্রতত্র যৌনক্ষুধা নিবারণের অনুমতি দেওয়া হয়নি তাকে। বরং নিয়ম-নীতির আলোকে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সম্মানজনক পন্থায় কাম-চাহিদা পূরণ ও তা ফলপ্রদ করার পুণ্যময় রীতি প্রণয়ন করেছে শরিয়ত। আর তারই নাম বিবাহ-শাদি। যার অবর্তমানে যেভাবে মানুষ আর পশুতে ভেদাভেদ থাকে না, বিয়ের লক্ষ্য সাধিত না হলেও থাকে না মানব বংশের অস্তিত্ব। সুতরাং মানবজীবনের কল্যাণ ও স্থিতিশীলতার জন্যে বিয়ে এক গভীর তাৎপর্যময় সত্য।

মানুষ যে খাবার গ্রহণ করে তা থেকে উৎপাদিত শক্তির নির্যাস হলো যৌনক্ষমতা। বিবাহের মাধ্যমে যা যথার্থ প্রবাহিত হতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তি বিবাহ করার, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করার ক্ষমতা না রাখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রোজা রেখে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। মোটকথা, খানাপিনা যেভাবে মানবজীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন, আহার নিবাসের প্রয়োজনীয়তা যেভাবে যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে, একজন যৌবনদীপ্ত মানুষের সুস্থ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিয়ের প্রয়োজনীয়তাও তেমনই। আর এ কারণেই কুরআন ও হাদিসে নির্দেশসূচক শব্দে উৎকীর্ণ করা হয়েছে বিবাহের আহ্বানকে।

বিবাহের উপকারিতায় গবেষণা প্রতিবেদন

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে যে, বিবাহের দ্বারা নিম্নোক্ত উপকারিতা পাওয়া যায়। ১. আনন্দঘন দাম্পত্য জীবন দৈনন্দিন পেরেশানি এবং দুশ্চিন্তার মাঝে ঢালের মতো ভূমিকা রাখে। ২. বিবাহিত লোকদের স্বাস্থ্য স্বাভাবিকভাবে অবিবাহিত লোকদের চেয়ে বেশি সুস্থ থাকে। ৩. বিবাহ মানুষকে অনেক খারাপ কাজ যেমন- মদপান, অবৈধ সম্পর্ক এবং সিগারেট পান থেকেও রক্ষা করে।

অনুসন্ধানে এও দেখা গেছে যে, অবিবাহিতদের মধ্যে হার্টের রোগের কারণে মৃত্যুহার বিবাহিতদের চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া অবিবাহিত লোকেরা ক্যান্সার, আত্মহত্যা এবং আরো অন্যান্য প্রাণঘাতী রোগে বিবাহিত লোকদের তুলনায় অধিক আক্রান্ত হয়ে থাকে।

'সেক্স কালচার' প্রামাণ্য গ্রন্থের রিপোর্ট

বিশ্ববিখ্যাত ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির ডক্টর আইডিমিয়াম পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের এবং পুরাতন গোত্রসমূহের লোকদের জীবনী অধ্যয়ন করেছেন। এ অধ্যয়নের পর তিনি সভ্য সমাজের লোকদের জীবনীও পাঠ করেছেন। তারপর তিনি এ বিষয়ক প্রামাণ্য গবেষণা রিপোর্ট স্বীয় বই 'সেক্স কালচার'-এ খুবই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বইটির ভূমিকায় লিখেন–

"আমি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের পর যে ফলাফল লাভ করেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো, প্রতিটি জাতি দুটি জিনিসের ওপর নির্ভর করে। একটি হলো তাদের সম্মিলিত জীবনব্যবস্থা, অপরটি হলো এমন আইনশৃঙ্খলা। যা তারা যৌন চাহিদার ওপর আরোপ করে। তিনি আরও লিখেন যে, যদি আপনি কোনো জাতির ইতিহাসে দেখেন যে, কোনো সময় তাদের সভ্যতা উন্নত হয়েছে অথবা নিচে নেমে গিয়েছে তাহলে আপনি খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন যে, তারা যৌন বিষয়ক আইনে রদবদল করেছে। যার ফলাফল সভ্যতার উন্নতি অথবা অবনতির আকৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

ডক্টর আডিমিয়াম ৮০টি গোত্রের সভ্যতা সংস্কৃতির অধ্যয়ন করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা হলো–

১. যে সকল গোত্রে বিবাহের পূর্বে যৌন চাহিদা মিটানোর অবাধ স্বাধীনতা ছিল, তারা স্বভ্যতার সর্বনিম্ন স্তরে পৌছেছিল।

২. যে সকল গোত্রে বিবাহের পূর্বে যৌন চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে মোটামুটি আইনানুগ ব্যবস্থা ছিল, তারা সভ্যতার মধ্যস্তরে ছিল।

৩. সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে সে জাতিই অরোহণ করেছে, যারা বিবাহের পূর্বে যৌনাচার থেকে পুতঃপবিত্র ছিল। যারা বিবাহের পূর্বে যৌনাচারকে অবৈধ ও অপরাধ মনে করত তারাই শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে পৌছুতে সক্ষম হয়েছে।

ডক্টর আইডিমিয়াম তার 'সেক্স কালচার' গ্রন্থে আরও মন্তব্য করেন যে, মনোবিজ্ঞানের অনুসন্ধানে জানা যায় যে, যৌনাচারের ওপর আইন আরোপ করা হলে তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, জাতির কর্ম ও চিন্তা-চেতনার শক্তি ও যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যে জাতি নারী-পুরুষকে অবাধ যৌনতার সুযোগ দেয়, তাদের কর্মক্ষমতা, চিন্তাশক্তি এবং যোগ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। রোমীয়দের অবস্থাও তাই হয়েছিল। রোমীয়রা আইন কানুনের

তোয়াক্কা না করে অবাধে পশুর ন্যায় যৌনতায় লিপ্ত হতো। ফলে তারা শারীরিক দিকে থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং কোনো কাজ করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল।

ছেলে-মেয়ের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ

ছেলেদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ : ছেলেদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো– স্বপ্নদোষ হওয়া, বীর্য নির্গত হওয়া; দাড়ি, গোঁফ, বগলের পশম কিংবা নাভীর নিচের পশম গজানো, গলার স্বর পরিবর্তন হওয়া অর্থাৎ কণ্ঠস্বর ভারি ও মোটা হওয়া ইত্যাদি।

মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ : মেয়েদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো– স্বপ্নদোষ হওয়া, মাসিক ঋতুস্রাব হওয়া, মাধুর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর হওয়া, স্তনযুগল উন্নত হওয়া, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাওয়া, চেহারায় লাবণ্যতা দেখা দেওয়া, যৌন প্রদেশের আশপাশে ও বাহুসন্ধিতে পশম গজিয়ে প্রভৃতি।

আমাদের দেশে মেয়েদের সাধারণত ১২/১৩ বছর এবং ছেলেদের ১৪/১৫ বছর বয়সে পূর্ণ যৌবনের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

উপরোল্লিখিত বয়সেও যদি তাদের মধ্যে এ ধরনের কোনো নিদর্শন পাওয়া না যায়, তাহলে পনেরো বছর বয়সে উপনীত হওয়ার দ্বারা উভয়কেই প্রাপ্তবয়স্ক ধরে নিতে হবে।

ছেলেদের জন্যে বয়ঃপ্রাপ্তির সর্বনিম্ন সীমা ১২ বছর আর মেয়েদের জন্যে বয়ঃপ্রাপ্তির সর্বনিম্ন সীমা ৯ বছর। এই বর্ণনাটিই নির্ভরযোগ্য। ছেলে মেয়েরা যদি এ বয়সে উপনীত হয় এবং বলে যে, আমরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি তাহলে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। শর্ত হলো, তাদের এই কথা বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে হবে। আর যদি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে না হয়, তাহলে বক্তব্য গ্রহণ করা হবে না। *[ফতোয়া শামী : ৫ম খ- কিতাবুল হিজর]*

এ সমাজ না মানছে বিজ্ঞান না মানছে ইসলাম

মানবজীবনে বিয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিয়ে মানুষকে দায়িত্ববান বানায়। জীবনে আনে স্বস্তি ও প্রশান্তি। বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সক্ষম হয় যাবতীয় পাপাচার ও চারিত্রিক স্খলন থেকে দূরে থাকতে। অব্যাহত থাকে বিয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ধারা। বৈধ ও অনুমোদিত পন্থায় মানুষ তার জৈবিক চাহিদা মেটায় কেবল এ বিয়ের মাধ্যমে। এক কথা বিয়েতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও অননুমেয় উপকারিতা। বিয়ের বিবিধ কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে সে কওমের জন্যে, যারা চিন্তা করে। *[সূরা রূম : ২১]*

বিয়ের সঙ্গে পৃথিবীতে মানুষের বংশ ধারার সম্পর্ক নির্দেশ করে। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'তোমরা অধিক সন্তানদানকারী স্বামীভক্ত নারীদের বিয়ে করো। কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের (সংখ্যা) নিয়ে নবীদের সামনে গর্ব করব। *[মুসনাদে আহমদ : ১২৬৩৪]*

বলাবাহুল্য যে, বিয়ে করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অতএব, কেউ যখন বিয়ে করবেন তার উচিত বিয়ের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা।

সময়মত বিয়ে না করার কুফল

সিডনীর এক প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার ওয়াচার লোহাক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যদি পরিণত বয়স হয়ে যাওয়ার পরও বিয়ে করতে দেরি করে, তবে সেক্স হরমোন কমতে কমতে এক সময় তা নিঃশেষ হয়ে যায়। গ্রন্থির রস কমে গিয়ে প্রথমে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং পরে ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে বিবাহ না হলে সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে। অপরাধের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর বিবাহ করলেও সে তার অপকর্মের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারে না। এভাবেই দিন দিন সমাজ অবনতির পথে অগ্রসর হতে থাকে। আর ব্যক্তি নিজে জড়িয়ে পড়ে ছোট থেকে বড় অন্যায়ের সঙ্গে।

বর্তমান সমাজে সামাজিক অপরাধের মূল হোতা হলো যুব সমাজ। তাদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা বেশি। আর এ উত্তেজনা ব্যভিচারকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বর্তমানে পুরো ইউরোপ তথা প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সমাজের সর্বনিম্ন পর্যায়ের মানুষ পর্যন্ত ব্যভিচারে লিপ্ত। এর কারণ হিসেবে দেখা গেছে, যাদের প্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হয়নি, তারাই নানা অজুহাতে নানা পদ্ধতিতে যৌন চাহিদা চরিতার্থ করতে সামাজিক অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। আর এ কারণেই ইসলামে যে ক'টি কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বাগ্রে করার নির্দেশ এসেছে, তন্মধ্যে ছেলেমেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা অন্যতম।

আমেরিকান ডাক্তারদের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বর্তমান পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী কুমারদের তুলনায় বিবাহিতরা অধিক সুস্থ থাকে।

গবেষণা অনুযায়ী জানা গেছে যে, বিবাহিত লোকদের নেশার প্রতি আগ্রহ খুব কম থাকে। তারা নিজেদের খাদ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে। এক সঙ্গী সকল ব্যাপারেই অপর সঙ্গীকে সহায়তা দেয়। তারা নিয়মিত ব্যায়াম করে।

এ ব্যাপারে মার্কিন স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণ উনিশ হাজার লোকের ওপর জরিপ চালানোর পর দেখা গেছে যে, অ্যাজমা থেকে মাথা ব্যথা পর্যন্ত প্রায় সকল রোগে কুমারদের তুলনায় বিবাহিতরা কম আক্রান্ত হয়ে থাকে।

'ইসলাম আওর জাদীদ সায়েন্স' গ্রন্থকার ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ লিখেছেন, *বৃটিশ ম্যারেজ প্লাস ওয়ান* ইউরোপ এবং আমেরিকায় ব্যাপক

গবেষণা করার পর এ সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে, বিবাহিত লোকেরা দীর্ঘ জীবন লাভ করে। তাদের স্বাস্থ্যও সুস্থ থাকে। তাদের ওপর মানসিক এবং শারীরিক রোগ খুব কম প্রভাব ফেলতে পারে। তারা দুর্দশাগ্রস্ত থাকে খুবই কম। আর্থিক দিক থেকে তারা থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে যারা কুমার জীবন যাপন করে অথবা বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা হয় তাদের ব্যাপারটি এদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে করার ক্ষতি

ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের বিবাহের নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। অধিক বয়সে বিবাহ করা যেমন ক্ষতিকর তেমনি অল্প বয়সে বিবাহের মধ্যেও রয়েছে নানা ক্ষতিকর দিক। আর এ ক্ষতি যেমন রয়েছে ছেলের জন্যে তেমনি রয়েছে মেয়ের ক্ষেত্রেও। অল্প বয়সে বিবাহের দ্বারা ছেলেদের স্বাস্থ্যহানি ঘটা, কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, অকাল বার্ধক্যে পতিত হয়ে সীমাহীন দুঃখে কষ্টে জীবনযাপন করা অল্প বয়সে বিয়ের ভয়াবহ ক্ষতিকর দিক। তাছাড়া অপরিণত বয়সে স্ত্রী সম্ভোগের ফলে যে সন্তান জন্ম নেয় তা অত্যন্ত ক্ষীণ, দুর্বল ও রোগাটে হয়ে থাকে। একই সাথে তাদের বুদ্ধিও কম হয়। এমনকি কখনও অকাল মৃত্যুও হয়ে থাকে।

আর মেয়েদের অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়া, সাংসারিক কাজকর্ম দেখাশোনা ও গোছানোর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বেচারির দফারফা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বয়সের স্বল্পতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে সন্তানের কোনো রূপ সেবাযত্ন ও পরিচর্যা করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে স্বামীর বাড়ির লোকজন যদি একটু বদমেজাজি হয়ে যায়, তাহলে তো লাঞ্ছনা গঞ্জনার সীমাই থাকে না। অল্প বয়সি বধূকে নিয়ে তারা উষ্টাউষ্টি করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

যৌবন এক পাগলা ঘোড়া

অধিক বয়সে বিবাহ শাদিতে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যে ক্ষতি রয়েছে। যৌবনকাল মানুষের জন্যে যেমন সময়, অপরদিকে বিপজ্জনকও। যৌবন মানুষকে পাগলা ঘোড়ার ন্যায় দৌড়াতে থাকে। যৌবনের চাহিদা দুরন্ত। এ সময় ছেলেমেয়েদেরকে যৌনচাহিদা অস্থির করে তোলে। এ অবস্থায় যুবক যুবতিরা মনের আনন্দে, সুখের নেশায়, রঙিন স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ জীবনের

আরাম আয়েশ উপভোগের জন্যে মনে মনে বিভিন্ন কল্পনা জল্পনা করতে থাকে। ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কামলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্যে যুবক যুবতির সান্নিধ্য এবং যুবতি যুবকের সান্নিধ্য লাভ করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যথাসময়ে তার চাহিদা বৈধ পন্থায় পূরণ করতে না পারলে তার দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষিত যে কোনো কর্মকা-ের সৃষ্টি হতে পারে। এর দ্বারা ব্যক্তির মান মর্যাদা তো যাবেই, পাশাপাশি বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্থ হওয়ার ফলে জীবনের চরম ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষত আজকের এই টেকনোলজি বা তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

টিভি, ভিসিআর, ডিশ এন্টেনা, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার, মোবাইল, সিনেমা, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং ফর্নোগ্রাফির বদৌলতে বাল্য বয়সেই তো অধিকাংশ কিশোর কিশোরী পূর্ণ বয়স্ক যুবক যুবতি ও স্বামী-স্ত্রীর মতো আচরণ করে। তারপরও যদি পরিপক্ক যুবক যুবতিরা যথাসময়ে বিয়ে শাদি না করে তাদের দ্বারা অস্বাভাবিক কিছু ঘটে যাওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। মূলত হচ্ছেও তাই। এ দোষে আক্রান্ত নয়, এমন ব্যক্তির সংখ্যা হাতেগোণার পর্যায়ে এসে পৌঁছার উপক্রম হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত অবিবাহিত নারী-পুরুষের পক্ষে, নিজেদের চরিত্র সংরক্ষণ করা কতটুকু সম্ভব? তাই সব বিষয় বিবেচনা করে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ শাদি করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এতে ঈমান ও জীবন উভয়ের পূর্ণতা পায়।

ছেলে মেয়ের বিয়ের বয়স

বিয়ের প্রকৃত বয়স কত– এ নিয়ে মহাবিপাকে দুনিয়ার মানুষ। অনেক অভিভাবক কুয়ারার সুরে বলে থাকে যে, 'এখনও ছেলে বা মেয়ের বিয়ের বয়স হয়নি। আর কয়েক বছর অপেক্ষা করি! তারপরই না হয় তাদের বিয়েটা দিই। ছেলেমেয়ের পড়ালেখাটাও একটা পর্যায়ে পৌঁছুক কিংবা কোনো চাকরি বাকরি ধরে ফেলুক। না হয় বিয়ে করে তারা খাবে কী? বউকে দিবে কী? তাছাড়া পড়ালেখা শেষ না করে বিয়ে করলে লোকসমাজে মুখ দেখাই কিভাবে?' ইত্যাকার প্রশ্ন আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে।

জাতিসংঘ ছেলে-মেয়ে উভয়ের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়সসীমা নির্ধারণ করেছে আঠারো। এর আগে সবাই শিশু। তাই আঠারো বছরের আগে কোনো ছেলে কিংবা মেয়ের বিয়ে দেওয়া কথিত আন্তর্জাতিক আইনে সিদ্ধ

নয়। কিন্তু বাস্তবে জাতিসংঘের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার এই বয়স নির্ধারণ করা কতটা যুক্তিযুক্ত?

প্রকৃতপক্ষে বিয়ের প্রকৃত বয়স কত?

এ প্রশ্নের জবাবে আমার দ্বিধাহীন বক্তব্য হলো, আপনি নিজ থেকে প্রথম যেদিন নিজের সাবালকত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অনুভূতি লাভ করবেন, সেটাই আপনার বিয়ের উপযুক্ত বয়স।

সব বিষয় দলিল-প্রমাণ দিয়ে হয় না। বিয়ের বয়স নির্ধারণের জন্যেও কোনো দলিল-প্রমাণ তলবের প্রয়োজন নেই। কারণ কারও মতে বিয়ের বয়স হচ্ছে ত্রিশ। কেউ আবার মত দিয়েছেন চল্লিশ।

আমার জবাব হলো– আল্লাহ মানুষকে যে ফিতরাতের ওপর সৃষ্টি করেছেন, তার অনুকূল হলেই বিয়ে করে ফেলা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যেই কল্যাণকর। আমার দেওয়া জবাবটি বোঝার জন্যে একটা ভূমিকা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

মনে রাখবেন যে, আল্লাহ মানুষকে দুটি স্বভাবজাত গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একটি হলো মানবসত্তার সংরক্ষণ ভাবনা। এই ভাবনার কারণেই আমাদের ক্ষুধা লাগে। দ্বিতীয়টি হলো জাতিসত্তার সংরক্ষণ চেতনা। এই চেতনার তাগিদেই বংশধারা টিকে আছে। এই দুটির একটি বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে অপরটিও নির্ভুল মেনে নিতে হবে।

আচ্ছা বলুন তো, মানুষ কখন খাবার গ্রহণ করে? আপনি অবশ্যই এ প্রশ্নের জবাবে বলবেন যে, যখন খাওয়ার চাহিদা হয় কিংবা ক্ষুধা লাগে তখনই মানুষ খাবারের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। আপনার এই জবাবের সূত্র ধরেই আমি বলব যে, মনের মাঝে জৈবিক চাহিদা পূরণের চাহিদা জন্ম নিলে কিংবা যৌন চাহিদা পূরণের তাগাদা অনুভব করলেই বিয়ের প্রকৃত বয়স হয়ে থাকে।

কথাটাকে খোলাসা করার জন্যে আবার বলছি–

মানুষ কখন খাবার খায়?

জবাবে আপনারা বলবেন, যখন ক্ষুধা লাগে তখন।

তো আমিও বলব, বিয়ে তখনই করবেন, যখন কামনার উদ্রেক হয়, মনের সুপ্ত বাসনা জাগ্রত হয়। অর্থাৎ যে সময়ে পৌরুষ আসে, যৌবন আসে তখন। মোটামুটি সর্বোচ্চ আঠারো বছর ধরা যায়।

আপনারা প্রশ্ন করবেন, এ বয়সে পৌঁছার পরও যদি বিয়ে করার মতো অর্থ হাতে না থাকে, তাহলে কী করব?

আমি বলব, ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে পয়সা না থাকলে সে যা করে, এই যুবকও তা-ই করবে। খাবার হাতে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে।

আপনারা বলবেন, যদি ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে না পেরে সামনে অন্যের খাবার উপস্থিত পেয়ে চুরি করে খেয়ে ফেলে-এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে আমরা কী করব?

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো, প্রতিটি সমাজে অনাহারীদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, যেন তারা চুরি বা কোনো অপরাধে জড়িয়ে না পড়ে। যদি কোনো কারণে সমাজের লোক খাবারের যোগান দিতে না পারে এবং তাদের থেকে চুরির আশঙ্কা করে, তাহলে সাধারণ মানুষের কর্তব্য হলো, যার যার মাল ও অর্থসম্পদ হেফাজত করা। এখন যদি বলেন যে, তাদের চুরি করা একদিকে বৈধ! কারণ, সমাজ তাদেরকে খাদ্যবঞ্চিত করেছে; অথচ এটা তাদের জৈবিক অধিকার? অপরদিকে অবৈধ! কারণ অন্যের সংরক্ষিত জিনিসে তারা হাত লাগিয়েছে। ঠিক একই কথা বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বিয়ের বয়স নিয়ে ভানুমতির খেল

মূলত বিবাহের স্বাভাবিক বয়স হলো যে বয়সে ছেলেমেয়ে বালেগ-বালেগা হয়। কিন্তু এ বয়সে তারা স্কুল-কলেজে বা মাদরাসায় পড়াশোনা করে। তাদের হাতে তেমন অর্থকড়িও থাকে না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কমপক্ষে পঁচিশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। অর্থাৎ যে সময়ে পারস্পরিক মিলনের সূত্রপাত হওয়ার কথা, ঠিক সে মুহূর্তে তাদের সামনে স্বভাববিরুদ্ধ বিশাল বাধা আপতিত হয়।

তাহলে আমরা এর মোকাবেলা কিভাবে করতে পারি? কী করার আছে এই যুবকের? সে তো এই দশটা বছর বিয়ে ছাড়া কাটিয়ে দিতে বাধ্য। অথচ যৌন চাহিদা জীবনের এই দশ বছরই সর্বাধিক হয়ে থাকে!

আল্লাহ তায়ালা তার দেহের মাঝে জ্বলন্ত অগ্নি স্থাপন করে দিয়েছেন। যদি এই আগুন বিয়ের মাধ্যমে না নেভানো হয়, তাহলে এর তাপে হয়তো নিজে দগ্ধ হবে নতুবা ব্যভিচারের মাধ্যমে অন্যের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে। এখানেই হলো মূল সমস্যা। এ নিয়েই আলোচনা করা দরকার।

আমি মনে করি, বিয়ের প্রকৃত বয়স নিয়ে আমাদের অভিভাবকরা বিটলামি করে থাকেন। কারণ যিনি এ বিষয়ে কলম ধরবেন, তার জন্যে সবচেয়ে সহজ হলো চেয়ারে হেলান দিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে বসা। এরপর রায় ঘোষণা করা। কিন্তু আপনারা হয়তো পড়ালেখা, কর্মযজ্ঞ, প্রতিষ্ঠিত হওয়া, চাকরি করা ইত্যাদি মিলিয়ে বলবেন যে, বিয়ের উপযুক্ত বয়স হলো ত্রিশ বছর!

আমি বলব, এটা আপনার কেবলই ব্যক্তিগত অভিমত। এ দিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। শুধু ফ্রি কথা বললেই তো আর হলো না। যে বিচারক ফাঁসির রায় ঘোষণা করেন, এখানে তার কষ্ট-ক্লেশের কী আছে? কেবল ঠোঁট দুটো নাড়িয়ে একটা মত প্রকাশ করে দেন। কিন্তু মুসিবত হয় তার, যার বিরুদ্ধে রায় হয় এবং কার্যকর হয়। আর এখানে রায় প্রকাশ করা হচ্ছে যুবক-যুবতির বিরুদ্ধে। তাই আপনার ত্রিশ বছর বলতে কষ্ট না হলেও এত বছরে তাদের অবস্থা মহাবিপর্যয় পয়দা করে ছাড়বে।

মনে রাখবেন, প্রকৃতিগতভাবে বয়স পনেরো হলেই তবিয়ত ও সুপ্ত চাহিদা যুবক-যুবতির ভেতরে যৌনক্ষুধা জাগিয়ে তোলে। কিন্তু আমাদের চিন্তাশীল শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃ মহোদয় তাদের জন্যে মত প্রকাশ করে বলেন, ত্রিশের আগে বিয়ে করা যাবে না। আমার জিজ্ঞাসা হলো, তাহলে বাকি পনেরো বছর সে কী করবে? কুড়িতে যে বুড়ি হয়– সেই প্রাচীন প্রবাদ তো আর অভিজ্ঞজনরা এমনিতেই বলে যাননি!

যে সমাজ যুবককে বিয়ে করতে নিষেধ করে, তারা এই আগুন নিভানোর বিকল্প কোনো পথ বের করতে পারেনি। যখনই বেচারা এই যৌনক্ষুধা কিছুটা হলেও প্রশমিত করতে পারে, তখনই আমরা তাকে সেই তাড়না স্মরণ করিয়ে দিই নগ্ন ফিল্ম উলঙ্গ-অর্ধউলঙ্গ চিত্রাবলি, পথেঘাটে তরুণীদের অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার মাধ্যমে। মনে রাখবেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ অনুকরণ ব্যতীত মানুষ অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে তেমন বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقالوا يا رسول الله من أبى؟

قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى

> যারা আমাকে অস্বীকার করে তারা ব্যতীত আমার সব উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবিরা এ কথা শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কারা অস্বীকার করে? জবাবে রাসুল সা. বললেন, যে আমার অনুকরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। আর যে আমার নাফরমানি করল, সেই আমাকে অস্বীকার করল। *[বুখারি শরীফ]*

মনে রাখবেন! একজন নারী পথে হাঁটলেও নারী; বাজারে গেলেও নারী; কলেজে এলেও সে নারী। সবখানেই রয়েছে তার সুপ্ত চাহিদা জাগরিত করার ইন্ধন। কিন্তু আমরা এই আগুন বুকের ভেতর পনেরো বছর জ্বালিয়ে রাখার রায় ঘোষণা দিচ্ছি। সাথে সাথে তাকে বলছি, ক্যাম্পাসে যাও, দরসে যাও, অধ্যয়নে ব্যস্ত হও। তাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকা তোমার কর্তব্য।

পৃথিবীর সস্তা জিনিস হলো কাউকে উপদেশ প্রদান করা। আমরা যুবককে অন্যায় অপরাধ থেকে ফিরে থাকার আসল পথ অনুসরণ না করে তার মাথায় উপদেশের কাঁঠাল ভাঙতেই বেশি সাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকি। এক্ষেত্রে আমি আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি, যে ব্যক্তিকে পনেরো বছর জেলে বন্দি রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা এ যুবকের চেয়ে করুণতর নয়।

তাহলে এখন উপায় কী?

একটিই পথ। তাহলো স্বভাবধর্মের দিকে ফিরে আসা এবং ফিতরাতের অনুসরণ করা। কারণ, একজন মানুষ জাতিগত স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে না। একজন যুবক বিয়ে করবে আঠারো বছর বয়সে। যুবতির বয়স হবে ষোলো কিংবা সতেরো বছর। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি এবং উন্নত চরিত্র ও আদর্শ নীতি চালু করা যাবে না। যুবক-যুবতিদেরকে নীতি-নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি সমাজ ও পরিবেশকে অশ্লীলতা, পাপাচার ও যৌন চাহিদা উদ্রেককর অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হবে। মেয়েদের ব্যাপারে বাবা ও ভাইদের দায়িত্ববান এবং তাদের সম্পদ ও সম্ভ্রম বিনষ্টের কারণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

এটিই জবাব।

আমি আশাবাদী, যিনি এই লেখাটি পাঠ করবেন তিনি অবশ্যই বলবেন যে, এটি সঠিক। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, কেউ আমলে নেন না। কেউ এ বাস্তব সত্যকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন না; বরং সবাই উল্টো রথে চলতে যেন পছন্দ করেন।

দেরিতে বিবাহের ভয়াবহতা

ইসলাম যুবক-যুবতি প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই তাদেরকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে উৎসাহিত করেছে। এর ফলে সমাজদেহে ব্যভিচারের বিষবাষ্প ছড়ানোর সুযোগ পায় না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার দোহাই দিয়ে আজ যুবক যুবতিদের দেরিতে বিবাহ দেওয়া হয়। ফলে বিয়ের আগেই তারা নানাভাবে বিয়ের স্বাদ উপভোগ করতে উৎসুক হয়ে পড়ে।

তথাকথিত পুঁজিবাদী সমাজের বেঁধে দেওয়া বিয়ের বয়সের কারণে 'Late Marriage' তথা দেরিতে বিবাহের প্রচলন দিন দিন বেড়েই চলেছে। গবেষকগণ এর প্রধান কারণ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। তাহলো, পুঁজিবাদী সমাজ অর্থনীতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার সময় তারা মূলত সেই 'Economical' তথা অর্থনৈতিক দিকের কথা চিন্তা করেই সিদ্ধান্ত দেয়। "Biological Physical" দিক তারা বেশি গুরুত্ব দেয় না।

ছেলে মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রেও পুঁজিবাদীরা "Economical" দিক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অথচ এখানে তাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা ছিল "Biological", "Spiritual" ও "Moral" দিককে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। মানুষ দেরিতে বিয়ে করে মানসিক ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাচ্ছে। নানা কারণে ডিভোর্স এর ঘটনা মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"Late Marriage" তথা দেরিতে বিবাহের কারণে নারী-পুরুষ উভয়ই তাদের বিবাহিত জীবনে নানা ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হয়। নিচে নারী ও পুরুষের লেট ম্যারেজের ভয়াবহতা তুলে ধরা হলো।

পুরুষের 'লেট ম্যারেজ' এর সমস্যা

বর্তমানে পুরুষরা নারীদের থেকে অনেক বেশি "Late Marriage" তথা দেরিতে বিবাহ করছে। এর প্রধান কারণ হলো 'ক্যারিয়ার বিল্ডাপ' করা। বেশিরভাগ পুরুষই এখন ৩০-৪০ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে করে। ফলে অনেককেই বিবাহিত জীবনে নানা ধরনের ঝামেলার মুখে পড়তে হচ্ছে। নিচে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পুরুষের দেরিতে বিবাহের কয়েকটি ভয়াবহ সমস্যা তুলে ধরা হলো–

১. Fertility কমে যায় : পুরুষদের মাঝে একটা ভুল ধারণা আছে যে, বয়স বাড়ার সাথে তাদের Fertility তথা সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আসলে এই ধারণা সঠিক নয়; বরং বেশ কিছু রিসার্চে প্রমাণিত যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুরুষের Fertility কমতে থাকে। যদিও নারীদের তুলনায় ধীরে কমে।

২. সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা হ্রাস পায় : বয়স্ক পুরুষ তার স্ত্রীর "Miscarriage (loss of an embryo or fetus before the 20th week of pregnancy)" এ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। পুঁজিবাদী সমাজে নারীদের বয়স বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা হ্রাস পাবার বিষয়টাকে যতটা গুরুত্বের সাথে দেখা হয়, পুরুষদের ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্বের সাথে দেখা হয় না। এই সম্পর্কে Dr. Harry Fisch বলেন, "Not only are men not aware of the impact their age has on infertility, they deny it. They walk around like they're 18 years old,"

২০০২ থেকে ২০০৬-এর মাঝে "Miscarriage"-এর সম্ভাবনা নিয়ে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যাদের বয়স ৩০-৩৪ বয়স তাদের "Miscarriage" হবার সম্ভাবনা ১৬.৭%, আর যাদের বয়স ৩৫-৩৯ তাদের ১৯.৫% এবং যাদের বয়স ৪০-এর উপর তাদের ৩৩%।

৩. সন্তান প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে : দেরিতে বিয়ের কারণে সন্তান জন্ম দেওয়াটাও স্বাভাবিকভাবে দেরিতে হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষ যদি দেরি করে সন্তান জন্ম দেয় তাহলে সেই সন্তানের মাঝে জেনেটিক্যাল এবনরমালিটি তথা সন্তান প্রতিবন্ধী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর এই সম্ভাবনা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়তে থাকে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেই পুরুষের বয়স ৪৫-৪৯ তাদের সন্তানের Schizophrenia রোগ হওয়ার দ্বিগুণ ঝুঁকি আছে। তাদের তুলনায় যাদের বয়স ২৫ বা তার কম।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত যে, প্রত্যেক পুরুষের যৌন সক্ষমতার চারটি Phase কাজ করে। এগুলোকে Sexual Response Cycle Gi 4Uv Phase বলা হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এগুলো দুর্বল এবং সংক্রমিত হতে থাকে। সেই চারটি Phase হলো–

i) The Excitement Phase

ii) The Plateau Phase

iii) The Orgasm/Climax Phase

iv) The Resolution Phase

Aging দ্বারা এই চারটা ফেজই ইফেক্টেড হয়। নিচে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো–

The Excitement Phase : বয়স বাড়ার সাথে সাথে Erection হতে সময় বেশি লাগে। কারণ টেস্টোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে কমতে থাকে। বিশ বছরের পর থেকে এই হরমোনের Gradual Decline হতে থাকে।

The Plateau Phase : পুরুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যৌনাঙ্গের Muscle Tension (Myotonia) কমতে থাকে। ফলে Erection "Softer" হতে থাকে।

The Orgasm Phase : পুরুষের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে Orgasm এর Intensity কমে যেতে পারে। Ejaculation Pressure এবং Volume of SemenI কমতে পারে।

The Resolution Phase : ২০-২৫ বছরের একজন পুরুষ সঙ্গমের পর মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই পুনরায় সঙ্গম করার জন্যে প্রস্তুত হয়। এক সঙ্গমের পর আরেক সঙ্গমের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার বিরতিকে 'Refractory Period' বলে। আর এই 'Refractory Period' এর সময় বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথেহ্রাস পায়।

Dr. Everold Hosein এ বিষয়ে বলেন–

'In one's late 20s, the (refractory) period maybe 15-30 minutes between orgasms. In one's 40s, the period iseven longer and may be as long three to four hours.

Refractory Period বয়সের সাথে কমতে থাকার মানে হলো সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সও কমতে থাকা।

৪. স্পার্ম কোয়ালিটি দুর্বল হয় : পুরুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার স্পার্ম কোয়ালিটি তথা ধাতু দুর্বল হতে থাকে। এতে খুব দ্রুত বীর্যপাত ঘটে।

জার্মানির বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে একজন পুরুষের স্পার্মের পরিমাণ কমতে থাকে। অর্থাৎ স্পার্মাটোজেনেসিস কমতে থাকে। স্পার্মের motility (ability to move toward its destination, an awaiting egg) এবং স্পার্ম গঠনিকভাবে দুর্বল হতে থাকে। Embryologist Yves Menezo এই বিষয়ে মত দেন যে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্পার্মে Genetic Defects দেখা দেয়।

নারীর 'লেট ম্যারেজ' এর সমস্যা

লেট ম্যারেজ তথা দেরিতে বিবাহের কারণে নারীরা সাধারণত যে ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হয় তাহলো–

১. যৌন চাহিদা হ্রাস পায় : নারীরা দেরিতে বিয়ে করার ফলে যে সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভোগেন তাহলো, Miscarriage (loss of an embryo or fetus before the 20th week of pregnancy). একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাদের বয়স ২০-২৫ তাদের Miscarriage এর ঝুঁকি হলো ১০ পার্সেন্ট, যাদের বয়স ২৬-৩০ তাদের ২০ পার্সেন্ট।

২. সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা কমে যায় : নারীদের 'Fertility rate' (সন্তান জন্মদানের সক্ষমতা) বয়স বাড়ার সাথে সাথে হ্রাস পায়। অর্থাৎ বয়স বাড়ার সাথে সাথে নারীদের 'Infértility rate' বাড়তে থাকে। তার মানে ২০-২৫ বয়সের নারী যতটুকু Fertile, ২৬-৩০ বয়সের নারীরা তত Fertile হবে না। বেশিরভাগ নারীর 'Fertility rate' সর্বোচ্চ হয় ২৪ বছর বয়সে। আর এ জন্যে নারীদের 'Fertility rate' যখন উপরে ওঠতে থাকে মানে তখন তাদের বিয়ে করার সবচেয়ে ভালো সময় হয়। অর্থাৎ যখন তাদের বয়স ১৭-২৪ হয়। তাছাড়া নারীদের এই সময় কনসিভ করাও সহজ। কারণ এই সময়ে তাদের ব্লাড প্রেসারের ঝামেলা, ডায়াবেটিস এবং Gynecological সমস্যা যেমন Fibroids, endometrisis এর আশঙ্কা কম থাকে।

৩. স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে : কোনো নারী যদি দ্রুত সন্তান নিতে পারে তাহলে তার ব্রেস্ট ক্যান্সারের রিস্ক কমে যায়। কারণ প্রেগনেন্সি

হরমোনগুলো Cancer-preventive Drugs এর মতো কাজ করে। Florence Williams তার বই Breasts এ উল্লেখ করেছেন-

'A woman who has her first child before age twenty has about half the lifetime risk of breast cancer as a nonmother or a mother who waits until her thirties to have children.'

৪. ডিম্বাণুর কোয়ালিটি খারাপ হয় : বয়স বাড়ার সাথে সাথে নারীদের ডিম্বানুর Quality খারাপ হতে থাকে। এ সম্পর্কে Connie Matthiessen বলেন, "As you get older, your ovaries age along with the rest of your body, and your eggs become less viable. For that reason, younger women's eggs are less likely than older women's to have genetic abnormalities that result in Down syndrome and other birth defects."

অথচ বর্তমানে অনেক নারীকে দেখা যায়, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রভাবিত হয়ে ২৬-২৭ বছরে বিয়ে করে এবং কনসিভ করতে করতে বয়স গিয়ে দাঁড়ায় ত্রিশের কোটায়। এ কারণেই মানবসমাজের একটা বিরাট অংশ আজকে জেনেটিক্যালি দুর্বল হচ্ছে। তারা ফিজিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল দিক থেকে দুর্বল হচ্ছে।

নারীদের মনে রাখা উচিত যে, সুস্থ ও সবল মানবশিশু জন্মদানে তাদের ভূমিকাই বেশি। বর্তমানে দেরি করে সন্তান নেওয়ার প্রবণতার ফলে যেসব অসুবিধা পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে তা এক কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন The New Republic এর science editor Judith Shulevitz। তিনি বলেন– "For we are bringing fewer children into the world and producing a generation that will be subtly different phenotypically and biochemically different, as one study I read put it from previous generations."

৫. Aging সমস্যা : মনে রাখতে হবে যে, Aging হলো একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। Aging ছাড়াও আরও আছে ফ্যাক্টর। যার কারণে সেক্সুয়াল কমপ্লিকেশন দেখা যেতে পারে। যেমন- Smoking, Medication, Obesity, Stressetc কারণে সেক্সুয়াল প্রবলেম দেখা যেতে পারে। যদি কারও মাঝে একাধিক ফ্যাক্টর উপস্থিত থাকে তাহলে সেক্সুয়াল প্রবলেমের প্রতি তার VulnerabilityI বাড়বে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমরা অন্যান্য রিস্ক ফ্যাক্টর সম্পর্কে সচেতন থাকলেও Aging এর বিষয়টা ইগনোর করে যাচ্ছি।

মূলত দেরিতে বিয়ে করার শারীরিক অপকারিতার থেকে আত্মিক অপকারিতা বেশি। আমি প্রকৃতপক্ষে ইসলামের আলোকে লেখাটি লিখিনি; বরং আমি এই লেখাটি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি যে, এই পুঁজিবাদী সমাজ একটা জাহেলি সমাজ। এই সমাজ না বিজ্ঞান মানছে, না ইসলাম মানছে।

মুসলিমরা জীবনের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বিজ্ঞানকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নেয় না, সিদ্ধান্ত নেয় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সামনে রেখে। আর এ জন্যেই অনেক মুসলিম নিজেকে পবিত্র রাখার জন্যে দ্রুত বিয়ে করতে চায়। কিন্তু এই পুঁজিবাদী সমাজ তাতেও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই আমাদের সবারই উচিত দেরি করে বিয়ে করার আত্মিক ও শারীরিক অপকারিতা সমাজের সামনে তুলে ধরা।

Age and fertility: Getting pregnant in your 20s

Pros, Cons, Your odds of success, What to do if you want to get pregnant now, What to do if you want to wait to get pregnant

If you're trying to get pregnant in your 20s, time is on your side – and biology is, too. Your body is ready for pregnancy, and probably will be for a while if you decide to wait to start your family.

That said, pregnancy at any age has advantages and disadvantages. We checked in with fertility specialists, financial consultants, relationship gurus, and 20-something moms to get a realistic picture of what it's like to have a child in your 20s.

Pros

Experts say the average woman's fertility peaks in her early 20s. So from a strictly biological perspective, this is the best decade for conceiving and carrying a baby.

Like every woman, you're born with all the eggs you will ever have: about 1 to 2 million. By puberty, your eggs number about 300,000 to 500,000, but your ovaries release only about 300 during your reproductive years.

As you get older, your ovaries age along with the rest of your body and the quality of your eggs gradually deteriorates. That's why a younger woman's eggs are less likely than an older woman's to have genetic abnormalities that cause Down syndrome and other birth defects.

The risk of miscarriage is also far lower: It's about 10 percent for women in their 20s, 12 percent for women in their early 30s, and 18 percent for women in their mid to late 30s. Miscarriage risk jumps to about 34 percent for women in their early 40s, and 53 percent by age 45.

Pregnancy is often physically easier for women in their 20s because there's a lower risk of health complications like high blood pressure and diabetes. You're also less likely to have gynecological problems, like uterine fibroids, which often become more problematic over time.

Finally, younger women are less likely to have premature or low-birth-weight babies than women older than 35.

In terms of fertility, it doesn't matter if you start trying to get pregnant in your early 20s or your late 20s, according to Judith Albert, a reproductive endocrinologist and scientific director of Reproductive Health Specialists, a fertility center in Pittsburgh, Pennsylvania. "The difference in a woman's fertility in her early and late 20s is negligible," she says.

Once the baby comes, as a 20-something mom you're likely to have the resilience to wake up with the baby several times during night and still be able to function the next day. You'll also have a lot of company as you chase your little one around the playground: The average American woman has her first child around age 26. And when your own child has children of her own, odds are you'll still have the energy to be an actively involved grandparent.

Besides the physical advantages, there are other pluses: "You're more flexible in your 20s, which is good for your marriage and for the transition to parenthood," says Susan Heitler, a family and marriage therapist in Denver, Colorado. When people get married later in life, instead of "our way," there is often "my way" and "your way," which can make marriage and parenting difficult, she says.

Cons

When you're in your 20s, you may still be figuring out a career path and establishing yourself professionally. If you take time out to have a baby, it can be hard to get back on track.

In her book *The Price of Motherhood*, author Ann Crittenden coined the term "mommy tax" to describe the economic toll motherhood takes on a woman's earning potential over the course of a lifetime. Even if a woman goes right back to work after having children, statistically she'll earn significantly less than her childless counterparts.

That can be a powerful incentive for some women to delay pregnancy, Crittenden says: "Women who have their children later in life have higher lifetime earnings and a wider range of opportunities than younger mothers."

And having a child in your 20s may not be financially optimal. "My younger clients in their 20s and early 30s have a lot of debt," says financial adviser Elise Stevenson, president of Clearvue Advisors in Milton, Massachusetts. "College loan debt is such a problem for young people today – it's a noose around their necks. And as they struggle to pay it off, it's very easy to slide into credit card debt."

Having a child can also be tough on a young couple's marriage, according to Leah Seidler, a San Francisco-based psychotherapist who specializes in relationship issues.

"Young people often don't have the life experience to realize that the early period of life with a new baby is only temporary," Seidler observes. "The young mother is likely to feel depressed and overwhelmed, and the father may feel abandoned by his wife, who is suddenly preoccupied with the new little being in her life. Ideally, a couple will support each other through this transition and become even closer, but many couples grow distant and alienated from each other, which can seriously damage the marriage."

And many couples in their 20s are simply not ready to be parents, says Seidler. Raising children is emotionally and physically taxing, and many parents – especially young ones – aren't completely prepared for the sacrifice and patience it requires.

Nicole Rogers, director of sales at the San Francisco Marriott, confirms that parenting ability evolves with age. Rogers had one child in her 20s, three in her 30s, and one at 41. As a 20-year-old mom, she says, she lacked some of the wisdom and perspective she has today. "When you have kids when you're older, you're more willing to accept the changes that come with having a child. You may miss out on traveling or shopping with your girlfriends, but I don't think you mind as much as you do in your 20s."

Your odds of success

In your 20s, the stats are on your side. As a healthy, fertile woman in your mid 20s, you have about a 33 percent chance of getting pregnant each cycle if you have sex a day or two before ovulation. At age 30, your chance is about 20 percent each cycle.

Only a small percentage of 20-year-old women struggle with infertility – whereas two-thirds of women over 40 have infertility problems. A 20-year-old woman has only a 6 percent chance of being unable to conceive, while a 40-year-old has a 64 percent chance.

As for other risks, at age 20, the risk of conceiving a child with Down syndrome is one in 2,000. That risk jumps to one in 900 when you're 30, and one in 100 when you're 40.

What to do if you want to get pregnant now

To give yourself the best chance for a normal pregnancy and a healthy baby, consider taking a few important steps *before* trying to conceive. Read these tips to help you prepare for pregnancy.

If you don't get pregnant right away, just keep trying for now. It's likely your healthcare provider will advise you to wait until you have had frequent (about two or three times a week) unprotected sex for a year without becoming pregnant before referring you to a fertility specialist.

But if there are reasons you may have trouble getting pregnant, such as a history of missed periods or sexually transmitted diseases, you may want to consult a fertility expert sooner.

What to do if you want to wait to get pregnant

If you'd like to have children someday but you're not ready right now, you may want to look into freezing your eggs. Although your chances for a healthy pregnancy decline in your late 30s and 40s, your odds of success with assisted reproductive technology are much better with younger eggs. Some women are banking their eggs now in case they have difficulty conceiving when they're older.

For more on age and fertility, read our articles on getting pregnant in your 30sand 40s. Plus, check out the preconception and birth stories of six women in their 20s, 30s, and 40s.

তথ্যসূত্র :

1. http://www.webmd.com/.../age-raises-infertility-risk-in-men-t...
2.http://www.theguardian.com/society/2008/.../07/health.children
3.http://www.webmd.com/.../age-raises-infertility-risk-in-men-t...
4.http://www.soc.ucsb.edu/.../article/aging-and-sexual-response...

5.http://www.askmen.com/dai…/austin_150/155_fashion_style.html
6.http://antiguaobserver.com/your-sexual-health-the-refracto…/
7.Seminars in Reproductive EndocrinologyVolume 9, Number 3, August 1991Sherman J. Silber, M.D.
8.Human Reproduction Update,2004[৮]The Guardian
9.http://www.babycenter.com/0_age-and-fertility-getting-pregn…
10.Breasts by Florence Williams
11.http://www.catholicworldreport.com/…/should_we_bring_back_y…

রোগ ও প্রতিষেধক

আমি এ মুহূর্তে একজন চিকিৎসক। আমার কাজ হচ্ছে রোগ নির্ণয় করে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেওয়া। ধরুন, রোগ হলো ম্যালেরিয়া এবং এর প্রতিষেধক হলো কুইনাইন। এখন যদি ফার্মেসির লোকেরা কুইনাইন লুকিয়ে রাখে বা দাম বাড়িয়ে দেয় কিংবা তাদের ফার্মেসি বন্ধ করে রাখে, তাহলে ডাক্তারের দোষ কোথায়?

হ্যাঁ, ফার্মাসিস্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিতে পারে। এটা কেবল একটা উদাহরণ। সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ফার্মেসি বা প্রশাসনের নাম মেনশন করে আমি কথা বলছি না।

আমার সাথে আপনারা অবশ্যই ঐকমত্য পোষণ করবেন যে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো বৈবাহিক সমস্যা নিরসনকল্পে বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা। তাদের কাজ হবে বিয়ের সহজায়নের পথ নির্ণয় করা। কমিটি গঠনের নির্দেশনামূলক একটা প্রবন্ধ অবশ্য আমি লিখেছিলাম। শরিয়তসম্মত বিধিও প্রণয়ন করেছিলাম। হয়তো কাগজের পাতায় এখনও বেঁচে আছে এবং থাকবে।

রাষ্ট্র কর্তৃক কমিটি গঠন বিষয়ক প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল, মানুষকে বৈবাহিক জীবনের প্রতি উৎসাহদান, সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার রোধ, অনুষ্ঠান-আয়োজন ও দেনমোহর সাধ্যের ভেতরে নির্ধারণ, ষষ্ঠ শ্রেণি ও তদুপরি কর্মচারীদের বিবাহ বাধ্যতামূলক করা, সামর্থ্য থাকার পরও যারা বিয়েতে অনাগ্রহী, তাদের ওপর করারোপের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থায় স্থিতি ফিরিয়ে আনা এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের নারীশিক্ষার উপযোগী শিক্ষাধারা চালু করা ইত্যাদি। আশা করি, সরকারিভাবে এসব উদ্যোগ নেয়া হলে যৌন অপরাধ তো কমবেই, সময়ের ব্যবধানে অন্য অপরাধও শূন্যের কোটায় চলে আসবে।

আমি মনে করি, এ বিষয়ে প্রতিটি সেক্টরে নিয়োজিতদের কলম ধরা উচিৎ। যেমন- ফতোয়া বিভাগ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষী বাহিনী, অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা বিভাগ, পরামর্শ বিভাগ, বিচার বিভাগ, লেখক ফোরাম, কবি-সাহিত্যিক সংগঠন এবং আঞ্চলিক ও এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন কমিটি এতে অংশগ্রহণ করে তাদের কর্ম নির্ধারণ করতে পারে।

সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়রোধে আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা বলেছি, তা শুধুমাত্র কথার কথা নয়। বিষয়গুলো নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ভেবেছি। এ সমস্যা সমাধানে আমি অনেক গবেষণাও করেছি। শুধু গবেষণা করেই ক্ষান্ত হইনি। আমি বিষয়গুলো নিয়ে বহু চিন্তাবিদ ও গবেষকের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তারা সবাই আমার সাথে একাত্মতা পোষণ করেছেন। আর এ কারণেই আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, আমার প্রেসক্রিপশন সবই ভুল হবে কিংবা সবই বৃথা যাবে– এমন হওয়া সম্ভব নয়। তাই এই ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত নির্দেশনা হলো বিবাহের পথ সহজ করা। এ ব্যাপারটি যত সহজ করা যাবে, ততই সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়মুক্ত সমাজ গঠন সহজ হবে।

একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। তাহলো, আপনি হয়তো কাউকে দেখলেন যে, সে খুব ক্ষুধার্ত। আপনার চোখের সামনেই লোকটি ক্ষুধার জ্বালায় কাতরতা দেখাচ্ছে। তার এই অবস্থা দেখে আপনার মনে দয়ার উদ্রেক হলো। আপনি এও দেখলেন যে, লোকটির সামনেই রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন আইটেমের খাবার সাজানো আছে। কিন্তু তার সেগুলো কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই। এখন আপনি কী করবেন?

আপনি তো আর সেখান থেকে কোনো খাবার চুরি করে নিবেন না! তাহলে আপনাকে কী করতে হবে? হ্যাঁ, তাহলে আপনাকে অবশ্যই কোনো বিনিময় দিতে হবে এবং খাবার কিনে ক্ষুধার্তকে খাওয়াতে হবে। আপনি যদি তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা না করে শুধু ওয়াজ-নসিহত করেন, তাহলে কি কোনো ফায়েদা হবে? না! নিশ্চয় হবে না।

মনে রাখবেন নিশ্চয় বিশ্বজাহানের অধিপতি মহান স্রষ্টা যেখানেই কোনো দরজার কোনো পার্ট বন্ধ করেছেন, সেখানেই তিনি সাথে সাথে আরেকটি পার্ট মেলে ধরেছেন। তিনি যা কিছুই হারাম করেছেন, তার বিপরীতে অন্য একটি জিনিস হালাল করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা সুদ-জুয়া অবৈধ বলেছেন; পক্ষান্তরে ব্যবসায়-বাণিজ্য বৈধ ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি যেনা নিষিদ্ধ করেছেন পক্ষান্তরে বিয়ের পথ খুলে রেখেছেন। এখন সমাজ যদি হালাল ও বৈধ পন্থার সাথে বয়টক করে, তাহলে যুবক-যুবতিরা হারাম পথে সন্ধির হাত না বাড়িয়ে কী করবে?

সমাজবিধ্বংসী যৌনরোগ প্রতিরোধের অন্যতম ধাপ হলো দেহাবয়বে শক্তি সঞ্চার এবং রোগের পুনরাবৃত্তির পথে বাঁধ নির্মাণ করা। এর জন্য তিনটি জিনিস অপরিহার্য। তাহলো, আল্লাহর ভয়, উত্তম নৈতিকতা এবং উন্নত মানবিক ধারা অনুশীলন।

এই অপরিহার্য তিনটি বিষয় রপ্ত করার জন্য নিয়মিত কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা জরুরি নয়। বরং এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিক্ষা তথা দীনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। মনে রাখতে হবে যে, যার মাঝে থাকবে দীনের প্রতি পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস, যার হৃদয়ের অণুগুলো আল্লাহর স্মরণে থাকবে প্রকম্পিত এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে যে হবে অকুতোভয় তিনিই হন আদর্শ শিক্ষক। কারণ, যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করেন কিন্তু নিজেই এর বরখেলাফ করেন অথবা কথা আর কাজে কোনো সমতা রাখেন না কিংবা তিনি মানুষকে আখেরাতের প্রতি আহ্বান জানান বটে অথচ তিনি নিজেই দুনিয়ামুখী, তাহলে এমন শিক্ষকই হলেন মন্দের উৎসভূমি।

সব দায় অভিভাবকদের কাঁধে

সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আজ আমাদের সামাজিক জীবনের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ একটি সমস্যা আলোচনা করব। তাহলো, ঘরে ঘরে সেয়ানা যুবতি-কন্যারা বিয়ের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে। অন্যদিকে অবিবাহিত যুবকরা চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। তারা বিয়ের পথ খুঁজছে। অলিগলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই দু'দলের মাঝে বিশাল অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে আছে। যে অন্তরায় তাদেরকে হালাল মিলনের পথে বাধা দিচ্ছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অভিভাবকরা ছেলে-মেয়ের মনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাটা বুঝতে চেষ্টা করেন না। কিংবা বুঝলেও না বোঝার ভান করেন। ছেলে বা মেয়ে কেমন পাত্র বা পাত্রী পছন্দ করে তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তারা 'নিজের ভাষায় গরুর রচনা' তৈরি করার মতো নয়-ছয় মিলোতে বেহুদা চেষ্টা করেন। এর দ্বারা ছেলেমেয়ের ইচ্ছারও প্রতিফলন হয় না আবার নিজেদেরও খায়েশ মিটে না। বরং এর কারণে বাবা-মা কিংবা অভিভাবকের সাথে ছেলেমেয়ের সুসম্পর্কের অবনতি ঘটে। অন্যদিকে অভিভাবকের প্র্যাস্টিজ মতে পাত্র-পাত্রী না মিলায় কিংবা ছেলেমেয়ের ইচ্ছার প্রতিফলন না ঘটায় তাদের তাদের সামনে রঙিন অবয়বে ধরা দেয় যেনা আর ব্যভিচারের ময়লা পথ। অথচ কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেও না, নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। *[বনি ইসরাঈল : ৩২]*

আমি বলি যে, এই যুবক-যুবতিদের তারুণ্যদীপ্ত জীবনকে বৈধ পথ বিসর্জন দিয়ে অবৈধ পন্থায় কাজে লাগাবার পেছনে অনেকাংশে আমাদের অভিভাবক দায়ী। আর এ কারণেই যুবক-যুবতিরা জৈবিক চাহিদা মিটাতে নানা পন্থা অবলম্বন করে থাকে। কারণ সেখানে কোনো বাধা-বিপত্তির ধার তাদের ধারতে হয় না।

যুবক-যুবতিদের উচ্ছন্নে যাওয়ার পেছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী হচ্ছেন সম্মানিত বাবারা। ক্ষমা করবেন! আমি সব বাবাকে উদ্দেশ্য করছি না; বরং যারা এখনও উপলব্ধি করতে পারছেন না যে, জগতে বর্তমানে ধ্বংসকারী প্রলয়ঙ্করী ঝড়ো হাওয়া বয়ে চলছে। যে বাতাস চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা, ইজ্জত-আবরু সবকিছু ধুলিসাৎ করে দিচ্ছে। এর কোনো প্রতিষেধক নেই। মুক্তির কোনো উপায়ও নেই। একটিমাত্র পথ খোলা। সেটি হচ্ছে বিয়ের দরজা।

মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি বিয়ে-শাদিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় অথবা এ পথে শর্তারোপের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি করে কিংবা সহজভাবে কার্যসম্পাদন করতে পেরেও সহজায়ন করে না; তিনি এই মহাসঙ্কটের অন্যতম নায়ক। তিনি জটিলতা সৃষ্টির অন্যতম ভূমিকা পালনকারী।

অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত যে, পাত্র-পাত্রী উভয়পক্ষে অসুবিধা থাকলেও মেয়ের দিকে অসুবিধার মাত্রাটা একটু বেশি। কারণ, যুবক অপরাধ করে খালাস হয়ে যায়। কিন্তু যুবতি অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে। তাছাড়া আমাদের সমাজব্যবস্থাও যুবকদের ক্ষমা করে দেয়। তাদের ক্ষেত্রে বলে, আরে! একটা যুবক মানুষ। কিছু একটা দোষ না হয় করেছে। তওবাও তো করেছে! কিন্তু মেয়ের বেলায় ক্ষমার এই দৃষ্টিটা দেয়া হয় না। তাকে চিরঅপরাধী হিসেবেই দেখা হয়। তাকে মনে করা হয় অলুক্ষণে। তাকে ভাবা হয় নষ্টা-পাপীষ্ঠা!

হ্যাঁ, মেয়ের বাবা যদি বিচক্ষণ হন, তাহলে কন্যার বিয়ের ব্যাপারে জলদি কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। এই অর্থে নয় যে, মেয়েকে বাজারে উপস্থাপন কিংবা প্রথমবার যে প্রস্তাব দেয়, তার হাতেই সোপর্দ করেন। বরং তার জন্যে শরিয়তসম্মত পথের অনুসন্ধানে মগ্ন থাকেন। ছেলের দীনদারি, চরিত্র ও নীতির সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

দীনদারি ও নীতি-নৈতিকতা পছন্দ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ছেলের পরিবার তাদের আচার-আচরণ এবং চিন্তাচেতনায় দৃষ্টি দেন। যদি ছেলে ও তার পরিবারের উপযোগী হয়, অর্থসম্পদে এবং বংশগত দিক থেকে কাছাকাছি হয়, সেই সাথে মেয়ে বাবার ঘরে যেভাবে লালিত হয়েছে স্বামীর বাড়িতেও সেভাবে জীবনযাপন করতে পারবে বলে বিশ্বাস হয় তাহলে বাবা এবার কবুল করে নেন।

বিবাহের অপরিহার্য অংশ হলো দেনমোহর। তবে হ্যাঁ, তা অবশ্যই মধ্যম পর্যায়ের হওয়া চাই। যেন প্রস্তাবিত দেনমোহর ছেলের ওপর বোঝা না হয়, আবার মেয়ের হকও নষ্ট না হয়। যদি ছেলে সৎ হয় আর হাতে টাকা-পয়সা তেমন না থাকে (অধিকাংশ যুবকের অবস্থাই এমন) তাহলে মোহর বাকিতে পরিশোধ হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তাওফিক দিলে দেনমোহরের পরিমাণ বেশি হলেও কিছুটা অবকাশে আদায় করা হলে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না।

বিবাহের ক্ষেত্রে যে সব বিষয় আবশ্যিক নয়, প্রত্যাশিতও নয় বরং বিবাহবন্ধনে সমস্যা সৃষ্টি করে, সেগুলো হচ্ছে প্রচলিত অনুষ্ঠান-আয়োজন। এসবের জন্যে অভিভাবককে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। অভিভাবকের অবহেলার কারণে যদি ছেলেমেয়েকে সঠিক সময়ে বিবাহ দেওয়া না হয়, তাহলে এই ছেলেমেয়ে তাদের যৌন উত্তেজনা নিবারণের জন্যে যত প্রকার অন্যায় কাজ করবে তার ইহকালীন ও পরকালীন পাপের একাংশ অবশ্য সেই অভিভাবককে ভোগ করতে হবে।

দেরিতে বিয়ের ফলে মানসিক ক্ষতিসমূহ

দেরিতে বিবাহের দ্বারা ছেলেমেয়ের সামাজিক যেমন বিবিধ ক্ষতি রয়েছে, তেমনি তারা মানসিকভাবেও মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয়ে থাকে। সমাজে এখনও একজন নারীর শেষ গন্তব্য ও সাফল্য বিবেচনা করা হয় বিয়ে ও সংসারকেই। আর তাই একটি নির্দিষ্ট বয়সের মাঝে বিয়ে না হলে বেশিরভাগ নারীই কিছু মানসিক সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন। এমনকি যারা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী, তাদের মাঝেও দেখা যায় কিছু কিছু ব্যাপার। কখনও কাজ করে ঈর্ষা, কখনও সামাজিক চাপ, কখনও একাকিত্ব। সব মিলিয়ে অনেকেই নিজের মাঝে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন।

এ পর্যায়ে এমন কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরব, যেগুলো তৈরি হয় বিয়ে দেরিতে হলে। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা গেলে সেটা থেকে বের হয়ে আসাও সহজ।

১. বিষণ্নতা হতাশা শূন্যতা : সমবয়সি সকল বোন বা বান্ধবীর বিয়ে হয়ে গেছে, আর স্বভাবতই বিয়ের পর সকলেই নিজের পৃথিবী নিয়ে একটু বেশিই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে যার বিয়ে হয়নি, তিনি হয়ে পড়েন একলা। প্রিয় বোন বা বান্ধবীদের খুব একটা কাছে পান না, কাটানো হয় না ভালো সময়। সবমিলিয়ে বিষণ্ন হয়ে পড়েন, আর সেই বিষণ্নতা থেকেই মনের মাঝে জন্ম নেয় হতাশা ও শূন্যতা। আর এই বোধ থেকে বের হয়ে আসার সেরা উপায় হচ্ছে নতুন বন্ধু-বান্ধব তৈরি করা, যার কাছে আপনার জন্যে পর্যাপ্ত সময় আছে।

২. নিজেকে অযোগ্য মনে করা : সমবয়সি সকলে নিজের জীবনসঙ্গী পেয়ে গেছেন, আপনি হয়ত বারবার চেষ্টা করেও পারছেন না। হয়ত প্রেম সফল হয়নি কিংবা পরিবার থেকে চেষ্টা করেও ফল হচ্ছে না। বিশেষ করে আমাদের দেশে পাত্রী দেখাবার প্রক্রিয়াটা খুব অপমানজনক। এক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত হবার পর নিজেকে অনেকেই অযোগ্য মনে করতে শুরু করেন। এত অযোগ্য যে, কোনো ছেলেরই তাকে পছন্দ হচ্ছে না। এমনটা ভাবা মানে অকারণেই নিজেকে ছোট করা। মনে রাখবেন, কোনো পুরুষের আপনাকে পছন্দ হয়নি মানেই আপনি অযোগ্য নন। এটা নিয়ে কষ্ট পাবার কিছু নেই। সম্ভব হলে ঘটা করে পাত্রী দেখার আয়োজনটা এড়িয়ে যান। অনেকটাই স্বস্তি পাবেন।

৩. ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা বৃদ্ধি পাওয়া : এটাও খুব সাধারণ একটা আবেগ। আমরা মানুষ, এমনটা হতেই পারে আমাদের সাথে। খুব কাছের বোন বা বান্ধবীটি হয়ত এখন আর আপনাকে সেভাবে সময় দিতে পারেন না। নিজের সংসার নিয়েই তিনি ব্যস্ত ও সুখী। এমন অবস্থায় ঈর্ষা কিংবা প্রতিহিংসার একটা বোধ খোঁচা দিতেই পারে আপনাকে। এক্ষেত্রে নিজেকে বিষয়টা বোঝান। প্রথমত এটা ভাবুন যে, তার জীবনে মোটেও আপনার গুরুত্ব কমেনি। আর দ্বিতীয়ত একদিন আপনারও এমন চমৎকার একজন জীবনসঙ্গী হবে। তাই মন খারাপের কিছুই নেই।

৪. নিজেকে হাস্যকর বানানো : বিয়ে করার জন্য তাড়াহুড়া করতে গিয়ে নিজেকে হাস্যকর করে ফেলার মতো জঘন্য কাজটি অনেক নারীই করে ফেলেন নিজের অজান্তেই। আর তা হলো, একটি বিয়ে করার জন্যে 'ডেস্পারেট' হয়ে যান। ক্রমাগত সামাজিক ও পারিবারিক চাপ থেকে এটা হয়। মনের মাঝে ক্রমাগত ঘুরতে থাকে যে 'বয়স পার হয়ে যাচ্ছে!' আর এই পার হয়ে যাওয়া বয়সকে টেক্কা দিতে একজন জীবনসঙ্গীর জন্য আকুল হয়ে ওঠেন অনেকেই। বারবার ঘটকের কাছে যাওয়া, অফিসে বা পরিচিত মহলে নিজেকে পাত্রী হিসাবে উপস্থাপন ইত্যাদি করতে গিয়ে নিজেকে হাসি ও করুণার পাত্রে পরিণত করে ফেলেন তারা। আপনিও কি এমন করছেন? তাহলে জেনে রাখুন, এসব করে কেবল সামাজিক মর্যাদাতেই খাটো হচ্ছেন আপনি। এসবে তেমন কোনো ফল নেই।

৫. চাপের মুখে ভুল মানুষকে বেছে নেওয়া : ক্রমাগত পারিবারিক ও সামাজিক চাপের কারণে অনেক নারীই ভুল মানুষটিকে বেছে নেন বিয়ের জন্যে। ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, যাকে সামনে পেলাম, তাকেই বিয়ে করে ফেললাম। কিংবা যে রাজি হলো, তাকে পছন্দ না হলেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া। অনেকেই এই ব্যাপারটিকে ভালোবাসা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনাও দিতে চান। আবার অনেকে পরিবারকে খুশি করার জন্য নিজেকে রীতিমত চাপ দিয়ে বিয়েতে রাজি করায়। এই ভুলটি কখনও করবেন না। একটাই জীবন এবং এই জীবনে একটি ভুল বিয়ে আপনার অশান্তি কমাবে না; বরং বাড়বে।

৬. কারও ভালো সহ্য করতে না পারা : এটাও একটি সাধারণ সমস্যা, যা অনেকের মাঝেই দেখা যায়। যখন বিয়ে না হবার কারণে একজন মানুষ ক্রমাগত হয়রানির শিকার হতে থাকেন। তখন স্বভাবতই তার মাঝে জন্ম নেয় ক্ষোভ ও ক্রোধ। আর এই ক্ষোভ ও ক্রোধের কারণেই বিবাহিত

সকলকে মনে হতে থাকে শত্রু। নিজের অজান্তেই একজন খিটখিটে মানুষে পরিণত হয়ে যাই আমরা, যার কাছে পৃথিবীর কারও ভালোটা ভালো লাগে না। কারও সাফল্য বা সুখ সহ্য হয় না। এই ব্যাপারটা দূর করার জন্যে কাউন্সিলিং ভালো কাজ দিতে পারে।

৭. আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলা : সমাজে একজন মেয়ের সফলতা বা বিফলতা নির্ভর করে তার স্বামী ও সংসারের স্ট্যাটাসের ওপরে। সঠিক সময়ে বিয়ে না হলে মেয়েটি হয়ে ওঠে সকলের চক্ষুশূল। এ কারণে বিয়ে দেরি হলে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। যখন ক্রমাগত নিজের কাছের মানুষেরাই বলতে থাকে যে 'তুমি এত অযোগ্য যে পাত্র জোটে না', তখন অনেক নারীই নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন আর ক্রমশ গুটিয়ে নিতে থাকেন জীবন থেকে। ভুলেও এই কাজটি করবেন না। জীবন আপনার। আর আপনার জীবনে মাথা উঁচু করে আপনাকেই বাঁচতে হবে। একবার ঘাড় নুইয়ে ফেললেই পরাজিত আপনি। ভালো থাকুন নারীরা। নিজেকে বিয়ের বা সংসারের মাপকাঠিতে মাপবেন না। আপনি মানুষ, নিজেকে মাপুন কেবল নিজের যোগ্যতার মাপকাঠিতে।

যথাসময়ে বিয়ে করার আবশ্যকতা

যে ব্যক্তির ঘরে বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে আছে. তাকে বলি, যখন কোনো উপযুক্ত ছেলে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে, তাকে ফিরিয়ে দেবেন না এবং তার ওপর অনেক চাওয়া-পাওয়ার বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। হহযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন তোমাদের কাছে এমন কোনো পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আগমন করবে যার দীন, চরিত্র ও আমানতদারির ওপর তোমরা সন্তুষ্ট হও, তাহলে তার সাথে তোমাদের কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দাও। অন্যথায় দুনিয়াতে ফিতনা ও ব্যাপক ফাসাদ সৃষ্টি হবে। *[সুনানে তিরমিযি, সুনানু ইবনে মাজাহ ও মুস্তাদরাকে হাকিম। আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলে সাব্যস্ত করেছেন। সহিহ সুনানু তিরমিযী : ১/৩১৫]*

তাই বলি যে, হে যুবকেরা! তোমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করে ফেল। কারণ, ফরজ আদায় ও হারাম থেকে বাঁচার পর বিয়ের চেয়ে আর কোনো নেক আমরা দ্বারা তোমরা আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারবে না। এর দ্বারা তোমরা তোমাদের চরিত্র ও দীনকে হেফাজত করতে পারবে।

হযরত ওসমান ইবনে আফফান রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুব-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য থেকে যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে ফেলে। কেননা, বিয়ে চক্ষুকে অধিক অবনতিকারী ও লজ্জস্থানকে বেশি হেফাজতকারী। আর যে বিয়ের সামর্থ্য রাখে না, তার ওপর রোজা রাখা অপরিহার্য। কেননা, রোজা তার কাম-লালসাকে ভেঙ্গে দেবে।

হে দেশের জ্ঞানীকুল, হে সংস্কারপন্থীগণ, হে কলমের অধিপতিরা, হে মিম্বারের খতিবগণ, বিয়েকে আপনাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হিসাবে সাব্যস্ত করুন। আল্লাহই আপনাদের তাওফীক দান করুন এবং অশেষ পুণ্য দিয়ে উত্তম বদলা দান করুন। *[সূত্র মাআ'ন নাস, পৃ. ৮৭ [সহিহ বুখারী : ৩/৪৪২]*

ক্যারিয়ার গঠনের অজুহাত

বর্তমান সময়ের তরুণরা ক্যারিয়ারের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়। তারা অল্প বয়সে বিয়ে করতে চায় না। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়র হতে চায়; ভালো বেতনের চাকুরির অপেক্ষায় থাকে। আর এসব হতে হতে ত্রিশ বছর পার করে ফেলে। প্রশ্ন হলো, বিয়ের আগে ক্যারিয়ার তৈরি করা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ?

বিয়ে জীবনের একটা অংশ। ক্যারিয়ারও জীবনের একটা অংশ। আমার মতে বিয়ের ক্ষেত্রে শুধু ক্যারিয়ারের জন্যে দেরি করা উচিত না। এমনকি উচ্চতর পড়াশোনার জন্যেও দেরি করা উচিত নয়। তবে আমি বলছি না যে, দশম শ্রেণিতেই বিয়ে করে ফেলেন। প্রাপ্ত বয়স্ক হলে অবশ্যই বিয়ে করতে পারেন। হাদিসে আছে– নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে যুবক-যুবতিরা! তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে, তোমরা বিয়ে করে ফেল। তাহলে দৃষ্টি সংযত থাকবে, শালীনতা বজায় থাকবে। *[মিশকাত ২য় খণ্ড ১]*।

যুব সমাজ বিয়ে করতে দেরি করছে এই চিন্তা থেকে যে তারা মনে করে, বিয়ে করলে তো স্ত্রীর দেখাশোনা করতে হবে। আর সেটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে ক্যারিয়ার গঠনে বা উচ্চতর পড়াশোনায়। এরকম ধারণা আসলে ভুল। এর উল্টোটা চিন্তা করে দেখেন বিয়ে করলে স্ত্রী আপনাকে পড়াশোনায় সাহায্য করবে। নোট তৈরিতে সাহায্য করবে। আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করবে। আগে শুধু মা দেখাশোনা করতেন। এখন মা'র সঙ্গে স্ত্রীও করবে।

অনেকে বলতে পারেন 'ছাত্র অবস্থায় আমি তার ভরণ-পোষণ দেব কী করে? তখন তো মাত্র উপার্জনের সময় আমার।' তাদের এ আপত্তির উত্তরেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'যদি তাদের সামর্থ্য থাকে।' সামর্থ্য বলতে পরিবার যদি তাদের খরচ বহন করতে পারে।

আর বর্তমানে যারা ক্যারিয়ার গঠনের কথা বলেন, তাদের বেশির ভাগই ধনী পরিবার। তাদের সঞ্চয় করা টাকা থাকে। তাই অর্থনৈতিক কোনো সমস্যা না হলে দ্রুত বিয়ে করে ফেলা উচিত।

সময়ের কাজ সময়ে করা দরকার

দ্রুত বিয়ে করে সন্তানও তাড়াতাড়ি নিবেন। অনেকে বলতে চান 'আমি আরাম করতে চাই। একটু রিল্যাক্সে থাকতে চাই। তাই দেরিতে সন্তান নিব।' তাদের উদ্দেশে বলব, আরে! আরাম করতে চাইলেই তো দ্রুত সন্তান নেয়া উচিত। ২০/২৫ বয়সের মধ্যে বিয়ে করে দ্রুত সন্তানের বাবা হবেন। আর চল্লিশ বছর বয়সে আপনার ছেলের বয়স হবে আঠারো বা উনিশ। তখন আপনার ব্যবসা থাকলে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। ব্যবসা না থাকলেও উপার্জন করার মতো বয়স ছেলের তখন হয়ে যাবে। তারপর আপনি বাকি জীবন আরাম করেন। অতএব আমি বলব, জীবন উপভোগ করতে চাইলে দ্রুত বিয়ে করুন। অন্যদিকে দ্রুত বিয়ে করলে সমাজের ক্ষতিকর বিষয় থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। কারণ, তরুণ বয়সে নারী সংক্রান্ত বিপদে পড়ার আশঙ্কা থাকে বেশি। কলেজ-ভার্সিটির ছেলেরা মেয়েদের কাছে নায়ক সাজার চেষ্টা করে। অথচ বিয়ে করে ফেললে নায়িকা তো ঘরেই থাকে। তখন মাথায় আজেবাজে চিন্তা আসবে না। পড়াশোনায়ও মনোযোগী হতে পারবেন। তাই বলছি, ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবার সাথে সাথে সুযোগ থাকলে বিয়েটাও করে ফেলুন। তখন দেখবেন জীবন আনন্দ ও সুখময় হবে ইনশাআল্লাহ।

বিবাহ বিমুখতা অসংখ্য রোগের জন্ম দেয়

যথাসময়ে বিবাহ না করার বিবিধ ক্ষতি রয়েছে। নিচে বিবাহ না করার কয়েকটি ক্ষতি তুলে ধরা হলো–

* বিবাহ মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যার দরুন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।' *[যাদুল মাআদ]*

* যে বিবাহ বর্জন করল কিংবা অস্বীকার করল, সে প্রকারান্তরে সকল নবি, রাসুলগণের সুন্নাতকে এবং আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার করল। আর আল্লাহর হুকুম ও নবিগণের সুন্নাত বর্জনের পরিণাম তো সকলেরই জানা।

* পাশ্চাত্যের বল্গাহীন যৌন আচরণ দ্বারা পুতঃপবিত্র বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, সেই পণ্ডিতরাও ইদানীং তা বর্জনের কুফল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বিবাহ থেকে বিমুখ হওয়ার দরুন তাদের অবৈধ যৌনকর্মের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পারিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে বৃদ্ধ পিতামাতার নিরাপদ আশ্রয়রূপে পরিবারপ্রথার বিলুপ্তি এবং বৃদ্ধাশ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

* বিবাহ বর্জনের দ্বারা বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগ আক্রমণ করার আশঙ্কা রয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে, বীর্য যদি যথাসময়ে দেহ থেকে নির্গত না হয়, তাহলে তা থেকে বিভিন্ন রোগ ব্যাধির আশঙ্কা থাকে।

গ্রিক দার্শনিক জালীনুস বলেন, শুক্র-বীর্যে অগ্নি ও বায়ুর অংশ প্রবল। তার স্বভাব উষ্ণ ও আর্দ্র। যখন তাকে দমন করে রাখা হয় আর এভাবে কিছু কাল দমন করা হয়, আটকিয়ে রাখা হয়, তখন তা থেকে অনেক মারাত্মক ব্যাধি জন্ম নেয়। কখনও খটকা রোগ দেখা দেয়, কখনও পাগলামি সওয়ার হয়। আবার কখনও দেখা দেয় মৃগী রোগ। তাছাড়া যৌবনের প্রবল বেগ বারবার দমন করতে করতে এর দ্বারা বিষাক্ত জীবাণু সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। যা স্বাস্থ্যের জন্যে খুব ক্ষতিকর।

* অনেক সময় কামোত্তেজনা প্রবল আকার ধারণ করে এবং তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন যদি সে সঠিক পাত্র না পায় তখন তার দেহ, মন ও চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সে যেনা, ব্যভিচার, সমকামিতা এবং

হস্তমৈথুনের দিকে ধাবিত হয়। এতে তার মান ইজ্জত এবং শারীরিক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

* বিবাহের স্বাভাবিক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হলে বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কাই বেশি। যত সাধনাই করা হোক আর যত শীতল ঔষধই সেবন করা হোক এর চাহিদা মিটবে না। এমনকি বার্ধক্যেও এই ব্যাধিকে ঘায়েল করতে পারবে না।

* যে সব নারী পুরুষ বিবাহ না করার প্রতিজ্ঞায় জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করছে না তাদের ব্যাপারে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৯৯% লোকই বীর্যস্খলনের জন্যে অস্বাভাবিক পন্থা বেছে নিয়ে থাকে। আর অস্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ না করে তাদের উপায়ও নেই। কেননা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে এবং দেহের প্রশান্তির জন্যে বীর্যস্খলন একান্ত প্রয়োজন। এ সময় যদি শরিয়তসম্মত পন্থা হাতের নাগালে না পাওয়া যায় তখন বাধ্য হয়েই অস্বাভাবিক কিংবা অবৈধ পন্থা গ্রহণ করতে হয়। নিচে যথাসময়ে বিয়ে না করার ফলে মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে অস্বাভাবিক যেসব পন্থা বেছে নিতে দেখা যায় তন্মধ্যে কতিপয় অবৈধ পন্থা উল্লেখ করা হলো–

১. পরনারীর সাথে যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া।

২. পুরুষে পুরুষে কুকর্ম করা; যাকে সমকামিতা বলা হয়।

৩. নারীতে নারীতে কুকর্ম করা; যাকে সমমৈথুন বলা হয়।

৪. হস্তমৈথুন করা।

যথাসময়ে বিবাহ করতে না পেরে বীর্যস্খলনের নিমিত্তে কোনো কোনো যুবক হস্তমৈথুন করে থাকে। এটি কত যে ভয়ংকর তা জানলে আঁতকে ওঠার কথা। মনে রেখ, সমাজের বস্তাপচা আপত্তি আর শিক্ষাব্যবস্থার কূটচাল থেকে সহজে বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। শত চেষ্টার লাঙলও তোমাকে মই দিতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। ওদিকে তোমার জৈবিক চাহিদার যখন টানটান উত্তেজনা উঠবে তখন তা দমাতে তোমার ফ্রেন্ডসার্কেল হয়তো কোনো নতুন ফর্মুলা বাতলে দিবে। তোমাকে হয়তো দিবে কোনো নিউ মডেলের পরামর্শ (?)। কী আর করা! বয়সের তাড়নার কাছে তুমি যে পরাজিত! কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তুমি ফ্রেন্ডসার্কেল কিংবা পর্নোছবি দেখে দেখে হস্তমৈথুনের পথ বেছে নিবে।

অতীতে এ হস্তমৈথুনটাকে অন্য নামে ডাকা হতো। ফকিহগণ এর বিধান বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে কবিতা আছে। সাহিত্যে এ নিয়ে আলাদা অধ্যায় আছে। আমি এসব বলতে চাই না। তবে হ্যাঁ, আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, এর কারণে বিষণ্নতা পেয়ে বসে। শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়। যুবককে পরিণত করে ক্ষয়ে যাওয়া বৃদ্ধে, অবসাদগ্রস্ত ও ভিতুতে। সে মানুষ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। মানুষকে এড়িয়ে চলে। জীবনকে ভয় পায়। জীবনের দায়ভার থেকে পালিয়ে বেড়ায়। এ যেন জীবন্ত লাশ!

৫. পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া।

৬. সেক্স ডল ব্যবহারের মাধ্যমে বীর্যস্খলন ঘটানো।

এছাড়াও বিবৃত রুচির বহু পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে।

* বিপরীত ও অবৈধ পন্থায় বীর্যস্খলন ইসলাম ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উভয় মতেই মারাত্মক অপরাধ। এসব কাজে অভ্যস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য চিরতরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া পরবর্তীতে বৈধ পন্থায় স্ত্রী সহবাসের উপযুক্ততা থাকে না।

* হস্তমৈথুন ও সমমৈথুনে জননেন্দ্রিয়ের পেশী নিস্তেজ ও ঢিলে হয়ে দূষিত রস সঞ্চিত হয়ে তার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। এর প্রাথমিক ফল হলো, বিশেষ অঙ্গটি দ-ায়মান না হওয়া। এটি দাম্পত্য জীবনে কলহের সিঁড়ি।

* বিকৃত রুচিতে অভ্যস্থদের উজ্জ্বল চেহারা মলিন হয়ে যায়। তাদের চেহারায় লাবণ্যতা দেখা যায় না। তাদের চেহারার নূর হারিয়ে যায়। তারা সুস্বাস্থ্যের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়।

* কুপথে বীর্যস্খলনে অভ্যস্থদের লজ্জা, শরম ও ব্যক্তিত্ব বিদায় নেয়। মানুষের স্তর থেকে নেমে আসে পশুর স্তরে।

* তারা প্রকৃত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। সর্বদা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। শক্তি, সাহস ও কর্মস্পৃহা খতম হয়ে যায়। বিভিন্ন অশান্তি ও পেরেশানি নেমে আসতে থাকে।

* এসব নারী পুরুষের মারাত্মক রোগ আক্রমণ করে থাকে। যেমন– এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া, প্রমেহ ইত্যাদি।

সময়মতো বিবাহের কল্যাণ প্রমাণে বিজ্ঞানের সর্বশেষ গবেষণা

বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের দ্রুত বিবাহ করার জন্যে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তাগিদ দিয়েছেন। অথচ এতদিন পরে এসে গবেষকগণ দেরিতে বিবাহ করা কিংবা বিবাহে আনাগ্রহের ক্ষতিকর দিকগুলো জানতে পেরেছেন। শুধু তাই নয়, তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাগুলোই মনের অজান্তে বলে যাচ্ছেন।

একটি বিষয় গভীরভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, যখনই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন তখনই তা কাকতালীয়ভাবে ইসলামের সাথে মিলে যাচ্ছে। দেড় হাজার পরের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যা বলছেন তা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লাম দেড় হাজার বছর আগেই বলে গেছেন।

পবিত্র কুরআন এমন একটি আশ্চর্যজনক গ্রন্থ যা আসমান ও জমিনের বিভিন্ন রহস্যাবলিতে পরিপূর্ণ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসও নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পরোক্ষ অহী। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনের ন্যায় হাদিসও বিভিন্ন গোপন রহস্য, মিরাকেল ও আশ্চর্যজনক বিষয়ে ভরপুর যে, তা গুণে শেষ করা যাবে না।

সুপ্রিয় পাঠকদের সামনে সময় হওয়ার সাথে সাথে ছেলেমেয়েদের বিবাহ করার উপকারিতা নিয়ে বিজ্ঞানের সর্বশেষ গবেষণার ফলাফল তুলে ধরার আগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস নিয়ে নাস্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কিভাভে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্রুত বিবাহের জন্যে উৎসাহ দিয়ে বলেন-

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যকার যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে নেয়। *[বুখারী : ৫০৬৫, মুসলিম ১৪০০, আবু দাউদ, ২০৪৬, নাসায়ী, ২২৪০, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে আবি শায়বা, ইবনে হিব্বান, বায়হাকী]*

তখন তারা বলত, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লামের শুধু বিয়ে আর সন্তান-সন্ততি নিয়েই চিন্তা। এটা ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। কিন্তু বিজ্ঞান এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লামের কথার সত্যতা ও ইসলাম বিদ্বেষীদের কথার অসারতা প্রমাণ করল।

বিগত কয়েক বছর ধরে যেনা ও অশ্লীলতার কারণে কয়েক মিলিয়ন মানুষ এইডসে আক্রান্ত হলে কিছু গবেষক ব্যক্তির স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং অশ্লীলতা ও সমকামিতায় জড়িত হয়ে মৃত্যুবরণের হাত থেকে সবাইকে বাঁচানোর জন্যে দ্রুত বিবাহ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে আসছে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণায় জানতে পেরেছেন, দেরিতে তথা ৪০ বছর বয়সের পরে বিবাহ সমাজ ও ব্যক্তির ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে। কোনো লোকের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি থাকলে শারীরিক অবস্থা অনেক ভালো থাকে। কিছু কিছু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, অবিবাহিত বয়স্ক ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণে হার্ট এটাক ও মানসিক রোগের শিকার হন।

এরপর কিছু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষকে অধিক সুস্থ থাকতে হলে তার জন্যে জৈবিক চাহিদা পূরণ করা জরুরি। গবেকগণ জোর দিয়ে বলেছন, বিবাহিতরা অধিক পরিমাণে সুখী জীবনযাপন করে এবং তাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদের চয়ে অনেক শক্তিশালী, যারা স্ত্রী ছাড়াই একাকী জীবনযাপন করে। এখানেই হয়ত আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

আর এটাও আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদেরকে তৈরি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মাঝে হৃদ্যতা ও মায়া মমতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। *[সূরা রুম : ২১]*

এ আয়াতের لِتَسْكُنُوا। "যেন তারা প্রশান্তি লাভ করতে পারে" অংশটুকু সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে, মানুষের মনে বিবাহের পরে আত্মিক প্রশান্তির সৃষ্টি হয়। এছাড়া আয়াতের مَوَدَّةً وَرَحْمَةً "হৃদ্যতা ও মায়ামমতা" অংশটুকু

জৈবিক কামনা পূরণের দিকেই ইঙ্গিত করছে। এটা এমন একটি বৈজ্ঞানিক মিরাকেল যা ইতোপূর্বে কেউ জানত না। এমনকি পাদ্রিরা ধারণা করত 'বিবাহ' মানুসের জন্যে ক্ষতিকর বিষয়। এজন্যে তারা এদিকে অনাগ্রহী থাকত। আর এজন্যেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا رهبانية في الاسلام

ইসলামে কোনো বৈরাগ্যতা নেই। *[গারীবুল হাদিস : ২/২৮০]*

আরেকটি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিবাহিতরা অধিক পরিমাণে প্রতিভাবান ও সৃষ্টিশীল হয়ে থাকে এবং বিবাহিতা মহিলাগণ অধিক পরিমাণে প্রতিভাবতী ও মায়াবী হয়। গবেষণায় বলা হয়েছে যে, অবিবাহিত বয়স্করা অন্যদের চেয়ে শত্রুতার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে। একই সময়ে তাদের মাঝে একাকিত্ব ও অন্যদের থেকে দূরে থাকার প্রতি টান চলে আসে। এর কারণ হচ্ছে তারা প্রাকৃতিক ও জাগতিক চাহিদার বিপরীত দিকে চলছে।

১ লক্ষ শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে নিখুঁতভাবে গবেষণা কর্ম সম্পাদনের সময় বিজ্ঞানীরা টের পেয়েছে যে, যেসব শিশু তাদের বয়স এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই মারা গেছে তাদের সংখ্যা ছিল ৮৩১ জন। আর তাদের প্রায় অধিকাংশেরই পিতা দেরি করে বিবাহ করেছে। এছাড়া তারা তাদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিশক্তির তারতম্য পেয়েছেন। যা তাদেরকে দেরিতে বিবাহ করার ক্ষতি থেকে সতর্ক করেছে। গবেষণাটি এসেছে এভাবে–

The researchers warned : The risks of older fatherhood can be very profound and it is not something that people are always aware of.

গবেষকগণ সতর্ক করে বলেছেন, দেরিতে পিতা হওয়া মারাত্মক সমস্যা বয়ে আনে এবং অনেকেই তা জানে না। দেখুন!! ডেনমার্কের গবেষকগণ কিভাবে মানুষকে দেরিতে পিতা হওয়া থেকে সতর্ক করছে!!! অথচ তাদের অধিকাংশই নাস্তিক ইসলামকে স্বীকার করে না।

তাইতো নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এটাই তো সেটা যার দিকে আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্বান জানিয়েছেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি فمن رغب

عن سنتي فليس مني যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে আমার উম্মত নয়!! *[বুখারী-৫০৬৩, মুসলিম, ১৪০১, নাসায়ী, ৩২১৭, মুসনাদে আহমাদ, ১৩৫৩৪, বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ১৩৪৪৮, সহীহ ইবনে হিব্বান, ১৪]*

বলা বাহুল্য যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছেন যারা বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করছে। তাছাড়া তিনি বিবাহকে সুন্নাত বলে আখ্যা দিয়েছেন যা করলে আল্লাহ তায়ালা বিনিময়ে সাওয়াব বা প্রতিদান দান করবেন। এভাবেই দয়ার সাগর নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কল্যাণের জন্যে, উপকারের জন্যে এবং রোগ থেকে দূরে রাখার জন্যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন।

কতিপয় গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, আমাদের প্রত্যেকের শরীরে বিবাহের জন্যে বিশেষভাবে একটা জীবন্ত সময় আছে। বিবাহের জন্যে যাদের নির্দিষ্ট সময় ও বয়স হয়েছে তাদের উচিত সে সময়ের মধ্যেই বিবাহ করা। আর সে সময়টা হলো বিশের দশক কিংবা তার চেয়ে সামান্য বেশি। আর যখনই বিবাহ উক্ত সময় থেকে একটু দেরিতে হবে তখন তা শারীরিক বিভিন্ন কোষ এবং নর নারীর শুক্রাণু ও ডিম্বানুর ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে। এর ফলে সন্তানের মানসিক ও শারীরিক সমস্যার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

তথ্যসূত্র :

:http://www.dailymail.co.uk/health/article-1015164/Children-older-fathers-likely-die-early.html

দ্রুত বিবাহ ধনী হওয়ার উপায়

বিবাহ ধনী হওয়ার একটা সহজ উপায়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ওয়াদা করেছেন যে, বিবাহ করলে তিনি নিজ অনুগ্রহে তাকে ধনী করে দেবেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

তোমাদের মধ্যকার যারা বিবাহবিহীন আছে এবং দাস-দাসীদের মধ্যে যারা নেককার তাদের বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তারা অভাবগ্রস্ত থাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। *[সূরা নূর : ৩২]*

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বিবাহ দিতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং স্বাধীন ও গোলামদেরকে এর (বিবাহ করতে) আদেশ দিয়েছেন এবং এর বদৌলতে তাদেরকে ধনাঢ্যতার ওয়াদা করেছেন। এরপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

হযরত সাঈদ ইবনে আজিজ রহ. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে খবর এসেছে হযরত আবু বকর রা. হতে। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বিবাহের ব্যাপারে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে ধনাঢ্যতার যে ওয়াদা দিয়েছেন তা পূর্ণ করে দেবেন। এরপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, তোমরা বিবাহের মাধ্যমে ধনী হওয়ার রাস্তা খুঁজে নাও। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله অর্থাৎ যদি তারা অভাবী থাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন। *[তাফসীরে ইবনে কাসির : ৬/৫১]*

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمْ . الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. وَالْمُكَاتَبُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْأَدَاءَ. وَالنِّكَاحُ الَّذِيْ يُرِيْدُ الْعَفَافَ.

'তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তায়ালার জন্যে কর্তব্য হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জেহাদকারী, চুক্তিবদ্ধ গোলাম যে তার মনিবকে চুক্তি অনুযায়ী সম্পদ আদায় করে মুক্ত হতে চায় এবং ওই বিবাহিত ব্যক্তি যে (বিবাহ করার মাধ্যমে) পবিত্র থাকতে চায়। *[তিরমিজি ১৬৫৫, নাসায়ী ৩২১৮, ৩১২০, সহিহ ইবনে হিব্বান, ৪০৩০, বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ১৩৪৫৬,২১৬১২]*

অতএব, মুসলিম অমুসলিম সকল অবিবাহিত ভাইবোনদের ভাবার সময় এসেছে। তারাই চিন্তা করবেন যে, তারা কখন বিবাহ করবেন?

তথ্যসূত্র :

http://www.somewhereinblog.net/blog/natok1/29695108#nogo.

http://www.dailymail.co.uk/health/article-1015164/Children-older-fathers-likely-die-early.html.

http://sonarbangladesh.com/blog/ismailakb/131381

দেরিতে বিবাহ ও ভয়াবহ হস্তমৈথুন

আল্লাহ তায়ালার দেওয়া এ সুন্দর যৌবনকালটাকে ক্ষয় করার জন্যে যে ব্যক্তি তার স্বীয় লিঙ্গের পিছনে লেগে যায় এবং নিজ হাত দিয়ে এটা চর্চা করায় (হস্তমৈথুন) অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তার এ হাত পরকালে সাক্ষী দেবে যে, সে এ পাপ কোথায় কতবার করেছে। যা পবিত্র কালামে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন : সেই দিন আমি তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দেব; বরং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে, আর তাদের পা সাক্ষ্য দেবে যা তারা অর্জন করত সে সম্বন্ধে। *(আল কুরআন, ৩৬ : ৬৫)*

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : 'যে ব্যক্তি উভয় ঠোঁটের মধ্যস্থান তথা জিহ্বা এবং উভয় উরুর মধ্যস্থান তথা লিঙ্গের হেফাজতের গ্যারান্টি দিতে পারবে আমি তার জান্নাতের গ্যারান্টি হব। *[বুখারি, মিশকাত]*

হাদিস বিশারদগণ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, মানব দেহের এ দুটি অঙ্গ অত্যন্ত দুর্বল ও বিপদজনক। এ দুটি অঙ্গের মাধ্যমে বিশেষ করে লজ্জাস্থানের মাধ্যমে পাপ করানোয় শয়তান খুব সুবিধা বোধ করে। অধিকাংশ পাপই এ দুটি অঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যদি কোনো ব্যক্তি এ দুটি অঙ্গের হেফাজত করে, বিশেষ করে যুবক তার লিঙ্গের হেফাজত করে, অবৈধ কোনো প্রকারেই বীর্যপাত ঘটাতে চেষ্টা না করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশের বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবে।

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে যে, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের লক্ষ্য করে বলেন, হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখে, তাদের বিবাহ করা উচিত। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর যে বিবাহের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখে না, তার উচিত (কামভাব দমনের জন্য) রোজা রাখা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তায়ালা নিজের দায়িত্ব মনে করেন– (১) ঐ ঋণদাতা ব্যক্তি, যে তার ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করে। (২) ঐ বিবাহিত যুবক, যে চরিত্রের হেফাজতের উদ্দেশে বিবাহ করে। (৩) ঐ মুজাহিদ, যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে।' *[তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত]*

চিকিৎসাবিজ্ঞানে হস্তমৈথুনের ক্ষতিকারক দিকসমূহ

শুধু ইসলাম নয়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও হস্তমৈথুনের ব্যাপক ক্ষতিকর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে হস্তমৈথুন হারাম এবং কবীরা গুনাহ। শরিয়ত অনুযায়ী যারা হস্তমৈথুন করে তারা সীমালঙ্ঘনকারী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হস্তমৈথুনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পুরুষ হস্তমৈথুন করলে প্রধান যেসব সমস্যায় ভুগতে পারে তার মধ্যে হলো–

১. হস্তমৈথুন করতে থাকলে সে ধীরে ধীরে নপুংসক (Impotent) হয়ে যায়। অর্থাৎ যৌন সঙ্গম স্থাপন করতে অক্ষম হয়ে যায়।

২. হস্তমৈথুনের আরেকটি সমস্যা হলো অকাল বীর্যপাত। ফলে স্বামী তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম হয়। বৈবাহিক সম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী হয় না।

৩. দেরিতে বিয়ের শিকার ছেলেরা অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় যৌন উত্তেজনা দমাতে অন্যায় পথ কিংবা হস্তমৈথুনের আশ্রয় নিয়ে থাকে। এতে অকাল বীর্যপাত ঘটে থাকে। আর এই অকাল বীর্যপাত হলে বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা কমে যায়। তখন বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা হয় ২০ মিলিয়নের কম। যার ফলে সন্তান জন্মদানে ব্যর্থতা দেখা দেয়। যে বীর্য বের হয় সে বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা হয় ৪২ কোটির মতো। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মতে, কোনো পুরুষের থেকে যদি ২০ কোটির কম শুক্রাণু বের হয় তাহলে সে পুরুষ থেকে কোনো সন্তান হয় না।

৪. অতিরিক্ত হস্তমৈথুন পুরুষের যৌনাঙ্গকে দুর্বল করে দেয়। Dr. Liu বলেন- There is a huge change in body. chemistry when one. masturbates excessively.

এ ছাড়াও শরীরের অন্যান্য যেসব ক্ষতি হয়-

১. Nervous system, heart, digestive, system, urinary system Ges আরও অন্যান্য system ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরো শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং শরীর রোগ বালাইয়ের যাদুঘর হয়ে যায়।

২. চোখের ক্ষতি হয়।

৩. স্মরণশক্তি কমে যায়।

৪. মাথা ব্যথা হয় ইত্যাদি আরও অনেক সমস্যা হয় হস্তমৈথুনের কারণে।

৫. আরেকটি সমস্যা হলো Leakage of semen। অর্থাৎ সামান্য উত্তেজনায় যৌনাঙ্গ থেকে তরল পদার্থ বের হয়। ফলে অনেক মুসলিম ভাই নামাজ পড়তে পারেন না। মহান আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে মুসলিমদের দূরে রাখে হস্তমৈথুন।

হস্তমৈথুন এমনই একটি কাজ যার অর্থ নিজেকে কলুষিত করা। এটা একটা জঘন্য কলুষ বা পাপ বোধযুক্ত কাজ। হস্তমৈথুন এমনই গোপনীয় পাপ যা মানুষ চোরের মতো চুপিসারে করে এবং প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'উত্তম চরিত্র হলো পুণ্য। আর যে কাজ তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকের কাছে প্রকাশ হওয়াকে তুমি পছন্দ কর না, তা হল পাপ। *[মুসলিম, মিশকাত]*

অশালীন, অশোভনীয় ও অন্যায় কাজে মনে সঙ্কোচবোধ করার নাম হলো লজ্জা বা হায়া। যার লজ্জা নেই সে পারে হস্তমৈথুনে লিপ্ত হতে। লজ্জা বা হায়া সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'লজ্জাশীলতা কল্যাণ বয়ে আনে। *[বুখারি ও মুসলিম]*

মাতা-পিতার উদ্দেশ্যে যৌবনে উদ্দীপ্ত এক টগবগে যুবকের চিঠি

"প্রাণপ্রিয় মা ও বাবা,

আমার সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করবেন। আশা করি ভালো আছেন। আল্লাহ আপনাদেরকে সার্বিক সুস্থ রাখুন এই কামনা করি। নিয়মিত ঔষধ সেবন করবেন। মা, আমি ডাক্তারের সঙ্গে আপনার শারিরিক সমস্যা নিয়ে কথা বলেছি। তিনি আমার সব কথা শুনে নতুন করে প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন। সেমতে আমি ঔষধ নিয়ে আসব। বাবার শরীরে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে বলবেন। আমি আল্লাহর মেহেরবানিতে ভালো আছি। ভাবছি ফাইনাল পরীক্ষাটা শেষ করেই বাড়িতে আসব। আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। পরীক্ষার পরই শীতকালীন ছুটি হবে।

প্রিয় মা ও বাবা, আপনাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আমার মুক্তির অন্যতম সিঁড়ি। এ কথাটি আমাকে আমার শিক্ষা শিখিয়েছে। এজন্যে আমার কোনো কথা কিংবা আচরণে আপনাদের মনে কষ্টের উদ্রেক হয় কিনা এ ব্যাপারে সব সময় সতর্ক ও তটস্থ থাকি। কারণ আপনাদের অসন্তুষ্টিতে আমার ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন নাজাত ব্যাহত হয়ে যাবে। মা ও বাবা, আজ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আপনাদের কাছে মুখ খুলতে হচ্ছে। জানি না আমার এই কথাকে আপনারা কিভাবে গ্রহণ করবেন। মূল কথাটি বলার আগে একটি খুশির খবর দিচ্ছি। তা হলো, এরই মধ্যে আল্লাহর মেহেরবানিতে এবং আপনাদের অশেষ দোয়ায় আমার একটি ভালো চাকরি হয়েছে। ছুটির পর জয়েন করব।

এবার আসি মূল কথায়। সেটি হলো, আপনাদের অবশ্যই জানা আছে যে, বর্তমানে আমার বয়স বাইশ বছর। এই বয়সটি জীবনের জন্যে খুবই ভয়ংকর। এই বয়স যুবক যুবতিদের অন্যায় কাজের দিকে তাড়িয়ে ফিরে। তাছাড়া বন্ধুবান্ধব এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তাদেরকে অন্যায়ের দিকে জোর করে টেনে নেয়। এই পরিস্থিতিতে শরিয়তের বিধান মোতাবেক ছেলেমেয়েদের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্যে বিবাহ করা জরুরি। এ ব্যাপারে আগেও আপনাদেরকে ইশারা ইঙ্গিতে কিছু বলেছি। আপনারা তখন আমার চাকরি বাকরির অজুহাত দিয়েছেন। আশা করি আমার চাকরি হওয়ার সংবাদে আপনাদের সেই প্রশ্ন দূর হয়েছে। তাই আসন্ন ছুটিতে এ

ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা এখন থেকেই ভেবে দেখার জন্যে অনুরোধ রইল। তারপরও যদি আপনারা আমার ভবিষ্যতের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন তাও আমি ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে মেনে নিতে বাধ্য হব। তারপরও আপনাদের আদেশের অন্যথা করব না বলেই আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অজুহাতে বড় ভাইয়ের বিবাহ অনেক দেরিতে হয়েছে। আর এ ব্যাপারটিকেই এখন তাদের ঘরে কোনো সন্তান না আসার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখছেন ডাক্তারগণ। আশা করি বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। আজ এই পর্যন্তই আমার জন্যে দোয়া করবেন।

–আপনাদের স্নেহের

আরমান।"

বড়ভাইয়ের প্রতি এক তারুণ্যদীপ্ত ছোটভাইয়ের চিঠি

"বড় ভাইয়া,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। আশা করি ভালো আছেন। আপনারা আমার জন্যে যেমন দোয়া করছেন আমি তেমনই আছি। জানি ভাবির চিকিৎসার পেছনে অনেক টাকা ও সময় ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে আপনি বেশ পেরেশানিতে আছেন। আমি রাজধানীতে এক বড় ডাক্তারের সাথে ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলেছি। তিনি আপনাদের উভয়কে সরাসরি দেখবেন এবং আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে বলেছেন। তাই সময় সুযোগমতো ভাবিকে নিয়ে চলে আসবেন। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাটা মা-বাবাকে জানানোর অধিকার আপনার নিশ্চয় আছে। ভাইয়া, আমার ফাইনাল পরীক্ষা সহসাই শেষ হয়ে যাবে। আমার সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল দেখেই আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে কলেজে অধ্যাপনার জন্যে আবেদন করতে বলেছেন। ব্যাপারটি নিয়ে ভাবছি। এ ব্যাপারে আপনার সুপরামর্শ আমাকে লক্ষ্যপানে পৌঁছাতে সহায়ক হবে বলে মনে করছি। অধ্যক্ষ স্যারকে তো আর যেই সেই কথা বলা যাবে না। তাই আমি বলেছি, ভেবে জানাব। এরই মধ্যে ব্যবসাটা দাঁড়াতে শুরু করেছে। আপনার কাছ থেকে যেই টাকা নিয়েছি, তা এই মাসের লাভ হিসাব শেষেই পরিশোধ করার ইচ্ছা করছি। আমি আপনাদের এক পয়সাসহ পরিশোধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করি কিছু দিন সুযোগ দিলে তা শোধ করতে পারব।

ভাইয়া, আজ একটি জরুরি বিষয়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। তা হলো, আপনি আমার বড় ভাই। নানা ঝামেলায় থাকেন বলে আমার প্রতি স্নেহের পরশটা প্রদর্শন করতে না পারলেও আপনি যে আমাকে প্রাণভরে ভালোবাসেন তা বোঝার মতো বয়স আমার হয়েছে। আপনি আমাকে কতটা ভালোবাসেন তা আমি বুঝতে পারি। সেই স্নেহ ও ভালোবাসার দাবিতেই আজকের জরুরি কথাটা আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই। ভাইয়া, আপনি ক্যারিয়ার গঠন করার অজুহাতে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করে আজ প্রতিটা মুহূর্ত পস্তাচ্ছেন। অন্যের কোলে ফুটফুটে সন্তান দেখলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকার দৃশ্যটা আমি বার কয়েক আঁচ করেছি।

ভাবির চোখের কোণে দু-একবার অশ্রু জমতেও দেখেছি। হয়ত লজ্জার কারণে এই কষ্টটা চেপে যাচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু সত্যি করে বলুন তো এই কষ্টটা কি অতীতের ভুলের মাশুল নয়? নিজে যেই অশান্তি আর বেদনা বয়ে বেড়াচ্ছেন সেই কষ্টের আগুনে কি স্নেহের ছোট ভাইকে দগ্ধ করতে চাইবেন? আপনি যেহেতু পড়ালেখা করেছেন, সেহেতু অবশ্যই বিশ্বাস করবেন যে, যথা সময়ে বিয়ে না করার অনেক কুফল রয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর কুফল আরও ভয়াবহ। আমার বয়স এখন প্রায় সিকি শতক ছুঁইছুঁই। আপনাদের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এখন আমাকে মনে হয় আগের হাল যেদিকে যায় সেদিকেই যেতে হচ্ছে। আশা করি, নিজ ছোট ভাইয়ের প্রতি এমন অবিচার করতে যাবেন না। আমি কয়েক দিন পর বাড়িতে আসছি। আশা করি, আমাকে অপরাধ প্রবণতা থেকে বাঁচাতে তখনই আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কার্যকর করবেন। বাবা-মায়ের সাথে ব্যাপারটি আলোচনা করে তাদের পছন্দ অপছন্দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই যা করার করবেন। মনে রাখবেন, অভিভাবকের ভুলের কারণে যদি কেউ কোনো অপরাধ করে বসে কিংবা তাদের আলসেমিতে কারও সুন্দর জীবন পানসা হয়ে যায় তাহলে এর জন্যে অবশ্যই তাদেরকে দায়ী থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে তাদেরকে অবশ্যই জবাব দিতে হবে। আমার নিজস্ব পছন্দের চেয়ে আপনাদের পছন্দের প্রতিই আমি বরাবর শ্রদ্ধা দেখিয়ে থাকি। আশা করি, আমার এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনটাকে দুর্বলতা হিসেবে জ্ঞান করবেন না। আপনার পারিবারিক জীবনটা ফুলের মতো সুন্দর হোক এই কামনা করে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি।'

– আপনার স্নেহের

নাহিদ"

বড়বোনের কাছে এক ছোটভাইয়ের বেদনাভরা চিঠি

"বড় আপু,

কেমন আছ তা দীর্ঘ দিন থেকেই জানার সুযোগ হয় না। তুমিও কোনো খোঁজখবর দিচ্ছ না। তোমার ফোনটাও বরাবর বন্ধ পাচ্ছি। অভিমান করে আছ কিনা বুঝতে পারছি না। তবে বিশ্বাস করি সবার সাথে অভিমানের দেমাগ দেখালেও আমার প্রতি তোমার স্নেহের দৃষ্টি ছিল, আছে এবং থাকবে। আপু, আজ তোমায় আমার মনের একটি গোপন কথা বলছি। তা হলো, আমার কাছে আম্মুর পরেই তোমার মর্যাদা। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমি তোমাকে অনেক অ-নে-ক মিস করি। তুমি যে আমায় আদর করে মাথায় বিলি কেটে দিতে, চোখ বুজলে সেই নরম স্পর্শ আমি একান্তে অনুভব করি। প্রতিটি মানুষের জীবনে একান্ত কোনো বন্ধু থাকে। জান, আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হলে তুমি! একদিকে তুমি আমার বড় আপু, আরেক দিকে অভিভাবক অপরদিকে বন্ধু। এই তিন তিনটি কারণে তোমার প্রতি আমার বিশ্বাসের দেয়ালটি অনেক মজবুত ও সুদৃঢ়। এসব দাবিতেই তোমার সাথে আমি অনেক কিছু শেয়ার করি।

আজ যে বিষয়টি শেয়ার করছি, এ বিষয়টি অতীতেও তোমার সঙ্গে আলোচনা করেছি। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো, তোমরা কেউ আমার মনের কথাটা দরদ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছ না। না করছে আব্বু-আম্মু, না করছে বড় ভাইয়া আর না করছে আত্মীয়স্বজনরা। তাই লাজের মাথা খেয়ে আজ তোমাকে সরাসরিই সেই কথাটি বলতে বাধ্য হচ্ছি। তাহলো, তুমি হিসেব করে দেখ তো আমার এসএসসি শেষ হয়েছে কবে? অবশ্যই প্রায় এক যুগ আগে। আমার এসএসসি বেইসের অনেকে এখন একাধিক সন্তানের মা-বাবা। কিন্তু আমার মতো হাদারাম যেই লাউ সেই কদুর মধ্যেই পড়ে আছি। আচ্ছা আপু, আমার কি আনন্দ বলতে কিছু থাকতে নেই? আমার কি জীবন বলে কিছু নেই? যৌবনের উচ্ছলতা কি আমায় কাবু করে না? আমার চুল যে সাদা হতে শুরু করেছে তা কি কেউ তলিয়ে দেখেছ? তোমরা বড় হয়েছ বলে শুধু সম্মান আর শ্রদ্ধা আদায় করেই যাবে, ছোটদের প্রতি কি অভিভাবক হিসেবে তোমাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই? আচ্ছা তুমিই হলফ করে বল তো, যদি অন্তত আরও পাঁচ বছর আগে তুমি স্বামীর

ঘরে যেতে তাহলে ভালো হতো না? আচ্ছা আপু, আমাদের ফ্যামিলিতে এটা কেমন কালচার? বয়স পাকিয়ে তারপর ছেলেমেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়ার মধ্যে কী সাফল্য পেয়েছ তোমরা? বরং এতে যে দিন দিন পারিবারিক কলহ, ভুল বোঝাবুঝি, অশ্রদ্ধা জন্ম নিচ্ছে তা কি কেউ তলিয়ে দেখেছ? আমি তোমাদের পছন্দকে এ পর্যন্ত অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছি। এই অগ্রাধিকার দেওয়াটা কি আমার অন্যায় হয়েছে? তাহলে কেন আমার প্রতি তোমরা এভাবে অবিচার করতে পারছ? আমাকে কেন ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছ? আমার জীবনটাকে ফুলের মতো সাজাবার অধিকার কি আমার নেই? আমি কি তোমাদের এতটাই পর হয়ে গেলাম যে, আমার ভালোমন্দটা নিয়ে কেউ ভাবার ফুরসৎ পাচ্ছ না? আমার শরীরের দিকে কি কেউ দরদের সাথে একবারও নজর দিয়েছ? কেবল মুখে মুখে স্নেহের বুলি আওড়ালেই কি দায়িত্ব পালন হয়ে যায়? তোমার বাসায় বেড়াতে গেলে তো ছোটভাইকে ভালো ভালো রান্না করে খাওয়াতে কসুর করো না। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছ আমার মনেরও খাদ্য প্রয়োজন? সেই ব্যাপারে তোমাদের কারও দায়বোধ আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। অনেক কষ্ট নিয়ে আজ তোমাকে এই কথাগুলো লিখতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি, মনে কোনো কষ্ট না নিয়ে কথাগুলো নিয়ে সত্যিই ভাবতে চেষ্টা করবে। আজ এখানেই শেষ করলাম।

– তোমার আদরের ছোটভাই

জাবের।”

অভিভাবকদের প্রতি এক যুবকের আক্ষেপভরা পত্র

"শ্রদ্ধেয় মা-বাবা, ভাই, আপা ও ভাবি,

সবাই ভালো থাকুন– মন থেকেই এ কামনা করি। আমার ভালোমন্দ বোঝার যেহেতু কেউ নেই তাই আমার অবস্থা না জানলেও চলবে। আজ অতি কষ্ট নিয়ে আপনাদের প্রতি লিখতে বসেছি। এর আগে আপনাদেরকে নানা ইশারা-ইঙ্গিতে, পত্র লিখে এমনকি সরাসরিও আমার বয়সের ব্যাপারে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমেও ব্যাপারটি আপনাদের গোচরিভূত করেছি। কিন্তু আপনাদের অনুভূতির বন্ধ দরজায় আমার করাঘাত শুধুই অরণ্যে রোদন হয়েছে। তাই হয়ত এটিই আপনাদের প্রতি আমার শেষ চিঠি। এ চিঠির পরে এ ব্যাপারে আর কোনো কথা বলার ইচ্ছা আমার নেই। আশা করি আপনারা তরিৎ সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হবেন না।

আপনাদের নিশ্চয় জানা আছে যে, আমার বয়স এখন তেত্রিশের কোটায় ঘুরছে। যখন আমি বাইশ বছরের টগবগে যুবক ছিলাম তখন থেকেই তিনটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন তিনজন অধ্যাপক আপনাদেরকে আমার বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনাদের অসচেতনতা ও অবহেলা আমাকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে। সংসারের উন্নতি এবং ক্যারিয়ার গঠনের অজুহাত দেখিয়ে ইতোমধ্যেই জীবনের পাতা থেকে বত্রিশটি পাতা ঝরে পড়েছে। আমার টইটম্বুর যৌবনের বিদায় বেলায় এখন আপনাদের খেয়ালে এসেছে যে, আজই আমাকে বিয়ে দিতে হবে। যেখানে পাও সেখানে। আচ্ছা বলুন তো এখন আর আমার বিয়ের কী দরকার? এত দিনে কি আমার শরীর নেতিয়ে আসেনি? যেখানে ইসলাম প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথেই ছেলেদেরকে তার ঈমান ও জীবনের স্বার্থেই বিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে, সেখানে সেই বয়সটাকে দ্বিগুণ করে আপনারা কী স্বাদ পেয়েছেন? আমার ভঙ্গুর স্বাস্থ্য আর চিন্তাক্লিষ্ট চেহারা দেখতে দেখতে আপনারা তো অভ্যস্থ হয়ে গেছেন। এখন বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে ভিন্ন সুরতে দেখার আর কী দরকার? তাছাড়া মানুষের ক্যারিয়ার গঠনের কি শেষ আছে? সেই হিসেবে আপনাদের পছন্দের ক্যারিয়ার তো আমার পক্ষে এখনও গড়া সম্ভব হয়নি! আমার উন্নতির সিঁড়ির কোন ধাপে পৌঁছলে আপনারা আমাকে প্রতিষ্ঠিত বলে গণনা

করবেন তাও আমার জানা নেই। তাই শেষ বেলায় আর আমার বিয়ে নিয়ে ভেবে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট না করলে কি হয় না?

আমার জীবন থেকে এতগুলো বসন্ত কেড়ে নেওয়ার পর এখন আমার প্রতি আপনাদের দরদ উথলে ওঠতে দেখে সত্যিই আমার হাসি পায়। জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় এসে আমার ইচ্ছা এবং চাহিদার বাইরে জোর করে কবুল বলাতে বাধ্য করায় পারঙ্গমতা জাহির করতে চাচ্ছেন? একবার ভাবুন তো, এখন এ সংসার গড়ে সারাজীবন কি বুকের ভেতর এক জ্বলন্ত আগুনের ছাই নিয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হব না? ভেবে দেখুন তো, আমি কি ইচ্ছে করলে নিজের বিয়েটা নিজে করে নিতে পারতাম না? শুধু বত্রিশটি বছর যাবত প্রতিনিয়ত আপনাদেরকে বার বার তাগাদা দিয়ে গেছি সম্মান দেখাতে গিয়ে। অথচ আজ আপনারাই আমার বিশ্বাসের প্রাচীরটা খানখান করে ভেঙে দিয়েছেন! আপনারা সব দায় আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলছেন, 'এতদিন তুই কেন বিয়ে করলি না?' আহ!! এ কষ্ট এ যন্ত্রণা কোথায় রাখি!! কী করে বোঝাই মনকে? কেমন করে প্রবোধ দেই? আপনারা আরও সুখে থাকুন এটাই কামনা করি। আপনাদের সুখ দেখে বেঁচে থাকতে পারলেই নিজেকে সুখী ভাবব।

–আপনাদের দরদের কাঙাল

আমান।"

স মা প্ত

লেখক পরিচিতি

বিংশ শতাব্দীর এক সমাজচিন্তক দার্শনিক ড. শায়খ আলী তানতাভী। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার দামেশক নগরীতে তাঁর জন্ম। পৈত্রিক আবাস মিসরের তানতা শহর হওয়ায় তানতাভী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। ছাত্রজীবনেই তুখোড় মেধার কারণে তিনি গবেষক শিক্ষকগণের দৃষ্টি কাড়েন। সেকালে গবেষণা ও জ্ঞানসাধনায় তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল ঈর্ষণীয়। সেই পরিবারেই তিনি ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বিত জ্ঞান অর্জন করে ঐতিহ্যের তিলকে সোনার প্রলেপ আঁটেন। সতেরো বছর বয়স থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গল্প প্রকাশ হতে থাকে।

১৯৩৬ সালে সাম্রাজ্যবাদীদের জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তিনি ইরাক গমন করেন। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পর দামেশকে ফিরে এসে বিচারক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে যোগ্যতার সিঁড়ি বেয়ে তিনি প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। আর লেখালেখি! সে তো তার নেশা। এ নেশা তাঁর মজ্জার সাথে মিশা। একটু সময় পেলেই এ চিন্তাবিদ কাগজ কলম হাতে লিখতে বসে যেতেন। তাঁর জ্ঞানের নিগূঢ় চশমায় ধরা পড়ে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘাপটি মেরে থাকা অসঙ্গতির কালো পাহাড়। সেই অমানিশা দূর করতে তিনি জ্বালান নানান রঙের জ্ঞানের মশাল। সেই আলোয় বিদূরিত হয় শত প্রকারের আঁধার-অজ্ঞানতা; সম্বিৎ ফিরে পায় হতাশাচ্ছন্ন জাতি।

গবেষণামূলক লেখালেখির খ্যাতির মধ্য দিয়ে তিনি মক্কা মোকাররমা শরিয়া কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিভিন্ন মিডিয়ায় যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধানমূলক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। পাশাপাশি নিয়মিত পত্র-পত্রিকায় কলাম লেখা, বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়ন আর বিভিন্ন মাদরাসা-কলেজে দরসদানও চলতে থাকে সমান গতিতে।

১৯৯৯ সালে ৯০ বছর বয়সে এ শায়খ মক্কা নগরীতে ইন্তেকাল করেন।